সূরা আল-বাকারা: অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

[১ম রুকু হতে ৪র্থ রুকু : আয়াত ১ থেকে ৩৯ আয়াত]

ইউনিট ৩

ভূমিকা

কুরআন মাজীদ মানবজাতির হিদায়াতের উৎস ও মুক্তির সনদ। শিক্ষার্থীগণ যাতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারেন সে জন্য এ ইউনিটের অবতারণা। এ ইউনিটে সূরা বাকারার ১ থেকে ৩৯ নং আয়াত এবং এর প্রতিটি শব্দের অর্থ, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, শিক্ষা সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীগণ এগুলো নিজে নিজে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারবেন এবং কুরআনের বাকি অংশ পড়তে ও বুঝতে আগ্রহী হবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটে পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে ২০ দিন।

এ ইউনিটে আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর আলোকে ভাগ করে মোট ২০টি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : আয়াত নং ১ ও ২ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-২ : আয়াত নং ৩, ৪ ও ৫ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৩ : আয়াত নং ৬ ও ৭-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৪ : আয়াত নং ৮, ৯ ও ১০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৫ : আয়াত নং ১১ ও ১২ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৬ : আয়াত নং ১৩ ও ১৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৭ : আয়াত নং ১৫ ও ১৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৮ : আয়াত নং ১৭ ও ১৮-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৯ : আয়াত নং ১৯ ও ২০ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১০ : আয়াত নং ২১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১১ : আয়াত নং ২২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১২ : আয়াত নং ২৩-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৩ : আয়াত নং ২৪ ও ২৫-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৪ : আয়াত নং ২৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৫ : আয়াত নং ২৭-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৬ : আয়াত নং ২৮ ও ২৯ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৭ : আয়াত নং ৩০ ও ৩১ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৮ : আয়াত নং ৩২, ৩৩ ও ৩৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৯ : আয়াত নং ৩৫, ৩৬, ৩৭, -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ- ২০ : আয়াত নং ৩৮ ও ৩৯ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

পাঠ-১: আয়াত নং ১ ও ২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সূরা বাকারার ১ও ২ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১ ও ২ নং আয়াতের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- আলিফ-লাম-মীম দ্বারা কি বুঝায়, তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- 'যালিকাল কিতাব'- দ্বারা কোন কিতাব বোঝানো হয়েছে তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আলিফ-লাম-মীম, কিতাব, হিদায়াত, মুত্তাকি, সীরাতুল মুস্তাকীম, তাফসীরকার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمْ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

(১) الم

(২) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অনুবাদ

১. আলিফ লাম মীম।

২. এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই; এটা আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক।

শব্দার্থ

الٓمٓ - আলিফ-লাম-মিম। ذٰلِكَ-ঐ। الكتب-গ্রন্থ। لا-না। ريب-সন্দেহ। فى-মধ্যে। ه-এর। هدى-পথ প্রদর্শক। ل-জন্য। المتقين-আল্লাহভীরুগণ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলিফ-লাম-মীম (الم)

আলিফ-লাম-মীম, আরবী বর্ণমালার তিনটি হরফ। কুরআন মাজীদে আরও ২৯টি সূরার শুরুতে এরূপ এক বা একাধিক হরফের উল্লেখ আছে। একে হরফে মুকাত্তায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন হরফ' বলে। কুরআনের অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেন- এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। এ জন্য তাঁরা এর ব্যাখ্যা করেন না। তবে আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করে থাকেন। আল্লাম যামাখশারী (র) বলেন, এটা কুরআনের অন্যতম নাম।

যা-লিকাল কিতাবু (ذٰلِكَ الْكِتٰبُ)

যালিকা (ذلك) দূর জ্ঞাপক বা দূর নির্দেশক সর্বনাম। এর অর্থ হচ্ছে ঐ,, তা, এট। কিন্তু আরবি ভাষায় 'যালিকা' কখনও ইহা, এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাফসীরকাগণের মতে যালিকা দ্বারা সেই কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স)-এর সাথে ইতঃপূর্বে করেছেন।

কিতাব দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, সূরা ফাতিহাতে যে 'সীরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল সহজ পথের প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কুরআন সে প্রার্থনারই জবাব। এর অর্থ হচ্ছে– "আমি তোমাদের

প্রার্থনা শুনেছি এবং হিদায়াতের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা তোমাদের জন্য পথের দিশারী।"

(هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ) হুদাল্ লিল্-মুত্তাকীন

هُدًى অর্থ হিদায়াত, পথপ্রদর্শন। কুরআন মানব জাতির জন্যই পথপ্রদর্শক।

متقين : অর্থ- কষ্টদায়ক বস্তু হতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

تقوى শব্দের আভিধানিক অর্থ-ভয়ের জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করা। ইসলামি পরিভাষায় পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করার নাম তাকওয়া (রাগিব)। একবার হযরত উমর (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা)- কে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আপনি কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? হযরত উমর বললেন, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তখন কী করেছিলেন? তিনি বললেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে সে পথ অতিক্রম করেছিলাম। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বললেন, এটাই তাকওয়া (কুরতুবী)। অর্থাৎ সতর্ক ও সাবধানতার সাথে পথ চলা।

এই কুরআন, আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য পথ নির্দেশনা। এ কথার মর্ম হচ্ছে– কুরআন মাজীদ হিদায়াত ও সত্যের পথ-নির্দেশ। তবে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কয়েকটি গুণ বর্তমান থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিকে পরহেযগার বা মুত্তাকী হতে হবে। মন্দ, অন্যায় ও পাপ হতে বিরত থাকতে হবে। কল্যাণকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সত্যের সন্ধানী হতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য কাজ করতে হবে। তা হলে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়া যাবে।

সারসংক্ষেপ

শরীআতের পরিভাষায় পথভ্রষ্ট করার বিষয়সমূহ থেকে আত্মাকে দূরে রাখার নাম 'তাকওয়া'। আর এ বৈশিষ্ট্য যে লোকের মধ্যে পাওয়া যায় তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

শিক্ষা

১. হুরুফ আল-মুকাত্তা'আত (বিচ্ছিন্ন) অক্ষরগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহই অবগত আছেন।
২. কুরআন মাজীদে কোন সন্দেহ নেই। এটি আল্লাহর কিতাব।
৩. আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত (পথনির্দেশ।)

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আয়াত দুটি অনুবাদ সহ মুখস্থ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আলিফ-লাম-মীম হলো -

(ক) একটি শব্দ (খ) তিনটি শব্দ
(গ) একটি বাক্য (ঘ) তিনটি হরফ

২. কুরআন মাজীদের কয়টি সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন হরফ রয়েছে ?

(ক) ১৯ টি সূরাতে (খ) ২৯ টি সূরাতে
(গ) ৩৯ টি সূরাতে (ঘ) ৪৯ টি সূরাতে

২. সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহকে বলা হয়-

(ক) হরুফে মুকাত্তা'আত (খ) হরুফে মুতাশাবিহাত
(গ) স্বরবর্ণ (ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণ

৩. হুদা শব্দের অর্থ -
(ক)পথ না দেখানো (খ) পথ প্রদর্শক
(গ) পথ ঘুরিয়ে দেখানো (ঘ) সঠিক পথ না বলা

৪. আল-কুরআনে কী নেই-
(ক) সন্দেহ নেই (খ) মানুষের কথা নেই
(গ) মুত্তাকীর কথা নেই (ঘ) মুনাফেকীর কথা নেই

৫. 'যালিকাল কিতাব' অর্থ হলো-
(ক) ঐ কিতাব (খ) এ কিতাব
(গ) তার কিতাব (ঘ) আমার কিতাব

৬. মুত্তাকী শব্দের অর্থ ?
(ক) প্রবঞ্চক (খ) মিথ্যাবাদী
(গ) আল্লাহভীরু (ঘ) গিবতকারী

৭. কুরআন মাজীদ কাদের জন্য পথপ্রদর্শক ?
(ক) মুনাফিকদের জন্য (খ) মুত্তাকীদের জন্য
(গ) মিথ্যাবাদীদের জন্য (ঘ) গিবতকারীদের জন্য

৮। আলিফ, লাম, মিম বর্ণগুলো পরিচিত -
i.হরুফে মুকাত্তাআত হিসেবে ii. বিচ্ছিন্ন বর্ণ হিসেবে
iii.স্পষ্ট বর্ণ হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও i

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জহীর সাহেব প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। কুরআনের সুমধুর তিলাওয়াত শুনে তার ১০ বছরের ছোট ছেলে তার পাশে এসে বসে। ছেলে নিজ থেকেই বাবার নিকট সুর দিয়ে কুরআন শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে বাবা প্রতিদিন পরিবারের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে কুরআন শিখাতে আরম্ভ করেন। বাবা পরিবারের সদস্যদের আরও বলেন, কেবল কুরআন তিলাওয়াত শিখলেই হবে না বরং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনও গড়ে তুলতে হবে।

ক. আলিফ-লাম-মীম কী ? ১
খ. 'যালিকাল কিতাব' আয়াতাংশ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ? ২
গ. কুরআনকে কেন 'হুদাল লিল-মুত্তাকীন' বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের গুণাবলি মুত্তাকীর গুণাবলী বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। খ ৮। খ

পাঠ-২: আয়াত নং ৩, ৪, ৫ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বলতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৪ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৫ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমান, গায়েব, সালাত, রিয্ক, কিতাব, ইয়াকীন, মুফলিহুন।

(৩) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
(৪)وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
(৫)أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৩. যারা অদৃশ্যে ইমান আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে,
৪. এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ইমান আনে ও আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।
৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

শব্দার্থ :

الذين-যারা। يؤمنون-বিশ্বাস করে। ب-প্রতি। الغيب-অদৃশ্য। و-এবং। يقيمون-প্রতিষ্ঠিত করে। صلوة-সালাত, নামায। و-এবং। مما-যা হতে। رزقنا-আমরা রিযিক দিয়েছি। هم-তাদেরকে। ينفقون-তারা ব্যয় করে। و-এবং। الذين-যারা। يؤمنون-বিশ্বাস করে। ب-প্রতি। ما-যা। انزل-নাযিল করা হয়েছে। الى-প্রতি। ك-তোমার। و-এবং। ما-যা। انزل-নাযিল করা হয়েছে। من-হতে। قبل-পূর্বে। ك-তোমার। و-এবং। ب-প্রতি। الاخرة -পরকাল। هم -তার। يوقنون-দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। اولئك-তারা। على-ওপর। هدى-সৎপথ। من-হতে। رب-প্রতিপালক। هم-তাদের। و-এবং। اولئك-তারা। هم-তারা। المفلحون-সফলকাম।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তারাই মুত্তাকী যারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি (আল্লাহ) যে ধন-সম্পদ তাদের দান করেছি, তা থেকে সৎ পথে ব্যয় করে। অদৃশ্য বা গায়েব বলতে সাধারণত মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিতে যে সমস্ত বিষয় বোধগম্য হয় না, সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। অদৃশ্য বিষয়াবলির মধ্যে আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী, লাওহ্, কলম, কিয়ামত, পুলসিরাত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ সকল গায়েবের ওপর বিশ্বাস করা ও ইমান আনা মুত্তাকীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

ঈমানের পর সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী ইবাদাত হল এই সালাত। হাদিস শরিফে আছে, 'সালাত হল দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করল সে যেন দীনকে কায়েম করল, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন দীন ধ্বংস করে ফেলল।' অতএব সালাত কায়েমের মাধ্যমে কুরআন থেকে যারা হিদায়াত চায় তারা পায়। আর যারা চায় না তারা পায় না।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করা হল মুত্তাকীদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। এ আয়াত দ্বারা যাকাত দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হলেও এখানে শুধু যাকাতের কথাই বলা হয়নি বরং ধন-সম্পদসহ মানব জাতিকে আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তার সবই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মুত্তাকী হিসেবে আল্লাহর নিকট পরিগণিত হতে হলে আমাদেরকেও এ সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মুত্তাকীদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল লোক মুত্তাকী যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর নাযিলকৃত আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী তথা আসমানি কিতাব বলে স্বীকার করে। মহানবী (স)-এর পূর্বে অন্যান্য নবীদের ওপর প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ যথা- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদিকেও আসমানি কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে। অতএব যারা আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে কিন্তু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে না তারা মুমিন নয়। তবে একথা সত্য যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানি গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও হুকুম-আহকামের অধিকাংশই বিলুপ্ত ও বিকৃত করা হয়েছে।

মুত্তাকীদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, আখিরাতের ওপর ইমান আনা। আখিরাতের ওপর ইমান আনার অর্থ হল নির্ধারিত কতকগুলো বিষয়ের ওপর দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করা। দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে কিয়ামত বলে। কিয়ামতের পর দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন জাতিকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হবে। যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে তাদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত এবং যারা মন্দ ও অন্যায় কাজ করেছে তাদের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

সূরা বাকারার ৩ ও ৪ নং আয়াতে আল-কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণকারী মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলি তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন, যারা মুত্তাকীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তারা তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রদর্শিত পথে রয়েছে। সত্যিকার অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে।

সারসংক্ষেপ

এখানে মুত্তাকীগণের ছয়টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলে দিয়েছেন। মুত্তাকী হল তারা যারা-
(১) অদৃশ্যে বিশ্বাসী, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করে, (৩) আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, (৪) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনকে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করে, (৫) পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবীর প্রতি যে সকল আসমানি গ্রন্থ নাযিল হয়েছে, সে সকলকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং (৬) আখিরাত বা পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তারাই আল্লাহ প্রদর্শিত সহজ-সরল-সঠিক পথে রয়েছে। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। মূলত এ আয়াতের মূল শিক্ষা হচ্ছে কুরআন থেকে পথনির্দেশনা বা হিদায়াত পাবার জন্য আমাদেরকে কুরআনে বর্ণিত উক্ত মুত্তাকী হওয়ার গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'মুত্তাকীর ছয়টি গুণ' কী কী ? তার একটি পর্যালোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। গায়েব শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রকাশ্য (খ) অদৃশ্য
(গ) অস্পষ্ট (ঘ) সন্দেহ

২. 'মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য' হলো -

i. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে
ii. যারা নামায কায়েম করে
iii. যারা দান করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. মুত্তাকীর কয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ?

(ক) ছয়টি (খ) দশটি
(গ) বিশটি (ঘ) পাঁচটি

৪. 'মুত্তাকীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

(ক) অদৃশ্যে বিশ্বাস করা (খ) নামায কায়েম করা
(গ) আল্লাহর পথে ব্যয় করা (ঘ) আখিরাতে বিশ্বাস করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

আহসান ও কামরুল দুই বন্ধু। তাদের মধ্যে মুমিন ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আহসান তার বন্ধুর উদ্দেশে বলল, অমুসলিমের মধ্যেও অনেক ভালো গুণাবলি রয়েছে। তারা কী মুমিন নয় ? কামরুল বলেন, মুমিন হতে হলে অত্যাশ্যকীয় কিছু গুণাবলি থাকতে হবে। সেই গুণাবলি সূরা বাকারার শুরুর দিকে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করো, তাহলে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

ক.গায়েব কী ? ১
খ. মুত্তাকীর অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি কি কি ? উল্লেখ করুন। ২
গ. 'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে' আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. মানুষের মধ্যে কারা সফল হবে- কুরআনের আলোকে পর্যালোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

পাঠ-৩: আয়াত নং ৬ ও ৭-এর অনুবাদ ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৬ নং আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ৭ নং আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কাফির, অন্তর, কান, মোহর, কুফরি, খোদাদ্রহি, মহাশাস্তি।

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ইমান আনবে না।

৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়, তাদের ও কান মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে ।

শব্দার্থ

ان-নিশ্চয়। الذين-যারা। كفروا-তারা কুফরী করেছে। سواء-সমান। على-ওপর। هم -তাদের। أ-কি? انذرت-তুমি সতর্ক কর। هم-তাদেরকে। ام-অথবা। لم-না। تنذر-সতর্ক কর। هم-তাদেরকে। لا-না। يؤمنون-তারা বিশ্বাস করবে। ختم-মোহর মেরে দিয়েছে। الله-আল্লাহ। على-ওপর। قلوب-অন্তরসমূহ। هم-তাদের। و-এবং। على-ওপর। سمع-শ্রবণশক্তি। هم-তাদের। و-এবং। على-ওপর। ابصار-চক্ষুসমূহ। هم-তাদের। غشاوة-পর্দা, আবরণ। و-এবং। ل-জন্য। هم-তাদের। عذاب-শাস্তি। عظيم-মহা, মস্তবড়।

৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতটিতে মহান আল্লাহ সেই সকল কাফিরের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরির কারণে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। তাদেরকে যত সুন্দরভাবে আর যত যুক্তি সহকারেই জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণাম থেকে সতর্ক ও সাবধান করা হোক না কেন, তারা কখনই ইসলামের পতাকাতলে আসবে না। আর মহান আল্লাহর প্রতি ইমান এনে ইসলামের আহ্বানেও সাড়া দেবে না।

"নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে"- কথা দ্বারা আবু জাহ্ল, আবু লাহাব ও তাদের ন্যায় মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুফরের অর্থ হচ্ছে- অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অধর্ম, অসত্য। অনাচার-অকৃতজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত হয়ে যায় বলেই তাকে কুফর বলে। ইসলামের পরিভাষায়– যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, আসমানি গ্রন্থ, বেহেশত, দোযখ, পরকাল, নবী, ফেরেশতা প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধাচারণ করে তাকে কাফির বলে।

৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে সেই সব কাফিরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে- যাদেরকে মহানবী (স) হাজারো বোঝানোর পরেও ইমান আনেনি। ঈমানের দিকে আসার এতটুকু প্রয়োজনও অনুভব করেনি। এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তাদের দৃষ্টির বিচারশক্তির ওপর পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। তাওবা না করলে আরোও পাপ করতে থাকে। এভাবে পরপর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে ছেয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়।

অর্থাৎ মন্দ কাজ ও অহংকার তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করে। এ মচিরাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ বলা হয়েছে।

আর এটা তো গেল তাদের জাগতিক শাস্তি। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, যে শাস্তির কোন শেষ নেই।

সারসংক্ষেপ

যেসব লোক স্বেচ্ছায় কুফরির পথ বেছে নিয়েছে তারা অহংকারী, আত্ম-অহমিকায় বিভোর হয়ে সত্যকে জেনে শুনেও কুফরির পথ বেছে নিয়েছে। তারা এ অন্ধকারাচ্ছন্ন কুফরির ওপরই অনড় আছে।

তাই তারা ইসলামের সত্য-সুন্দর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

কাজেই যারা জেনে শুনে ও বুঝে কুফরি অবলম্বন করেন তাদেরকে সুপথে আনা সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতটি অনুবাদসহ মুখস্ত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুফর শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রকাশ করা (খ) আচ্ছাদিত করা

(গ) বিশ্বাস করা (ঘ) সন্দেহ করা

২. 'নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে' তারা হলো -

i. আবু জাহ্‌ল ii. আবু লাহাব iii. আবু বকর (রা.)

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. 'গিসাওয়াতুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আলো (খ) অন্ধকার

(গ) পর্দা (ঘ) ফর্সা

৪. কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

(ক) তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে না

(খ) তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে

(গ) চেষ্টা করলে তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে

(ঘ) তারা স্বেচ্ছায় কুফরির পথ অবলম্বন করেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

শামিম ও জাহিদ দুই বন্ধু। তারা দু'জনই সৃজনশীল মানুষ। তারা দু'জনই শিল্প-সাহিত্য চর্চা করতে ভালোবাসেন। তারা উভয়ে লেখা-লেখি করে থাকেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো শামিমের লেখা-লেখিতে ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের ছাপ থাকলেও জাহিদের লেখায় ধর্মের সমালোচনায় ভরপুর থাকে। বিশেষ করে তিনি হজ্জ, পরকাল, কুরবানী ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে আপত্তি করে থাকেন।

ক. কুফর কী ? ১

খ. 'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে' - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে শামিমের লেখা-লেখির মাধ্যমে কী ফুটে উঠেছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে শামিমের চরিত্রটি সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ লেখা-পড়া করে যতই জ্ঞানী হোক না কেন, কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মানব রচিত যে কোন গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ আল-কুরআনে কোন ভুল নেই। তাই আল্লাহর বিধানও চিরস্থায়ী। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই।

ক. আল্লাহ কাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন ? ১

খ. কী কারণে কুরআনকে সর্বশেষ আসমানি কিতাব বলা হয় ? ৩

গ. **ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصَارِهِمْ غشاوة** এর ব্যাখ্যা করুন। ২

ঘ. কাফিরদেরক বিশ্বাস কীরূপ- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠ -৪: আয়াত নং ৮, ৯ ও ১০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৮ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা লিখতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারনে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধোঁকা, রোগ ব্যাধি, মিথ্যাচার, কষ্টদায়ক শাস্তি।

আয়াত নং-

(৮)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .
(৯)يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
(১০)فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

অনুবাদ

৮. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে- যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনেছি; কিন্তু তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

১০. তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

শব্দার্থ

৮. و-এবং। من -হতে। الناس-মানবমণ্ডলী, মানবজাতি। من-যারা। يقول-বলে। امنا-ইমান আনলাম, বিশ্বাস করেছি। ب-প্রতি। الله-আল্লাহর। و-এবং। اليوم-দিবস। الاخر-শেষ। ما-নয়। مؤمنين-বিশ্বাসী।

৯. يخدعون-তারা প্রতারণা করে বা ধোঁকা দেয়। الله-আল্লাহ। و-এবং। الذين-যারা। امنو-তারা ইমান এনেছে। و-এবং। ما-না। يخدعون-প্রতারণা করে বা ধোঁকা দেয়। الا-ব্যতীত। انفس-আত্মাসমূহ। هم-তাদের। و-এবং। ما-না। يشعرون-তারা বুঝে।

১০. فى-মধ্যে। قلوب-অন্তরসমূহ। هم-তাদের। مرض-ব্যাধি। ف-অতঃপর। زاد-বৃদ্ধি করে দিয়েছে। هم-তাদের। مرض-রোগ। و-এবং। ل-জন্য। هم-তাদের। عذاب-শাস্তি। اليم-যন্ত্রণাদায়ক। بما-কারণ। كانوا-তারা হল। يكذبون-মিথ্যাবাদী।

৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এক শ্রেণির মানুষ এমন আছে, যারা প্রকাশ্যভাবে নিজদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। মহান আল্লাহ মুসলিমগণকে তাদের হীনচক্রান্ত শত্রুতা হতে সতর্ক থাকার জন্য তাদের প্রকৃত পরিচয় ও স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে ঘোষণা করেন- তারা আদৌ মুমিন নয়।

- মুনাফিকরা মুসলিমদের ঘোর শত্রু। তারা মুখে ইসলামের কথা বলে মুসলিমদের ভণ্ড দরদী সাজে। কিন্তু অন্তরে মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করে।
- মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে তারা বলে, আমরা ইমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা কাফিরদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা মুসলিমদের সাথে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা করেছি মাত্র।
- আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর কেবল ইমান আনার কথা বললেই চলবে না, ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং শাখা-প্রশাখায়ও ইমান আনতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় মুনাফিক বা কাফির বলেই বিবেচিত হবে।

শিক্ষা

- মুখে মুখে ইমান আনলেই প্রকৃত ইমানদার হওয়া যায় না।
- ইমানদার হতে হলে ইসলামের সকল বিষয়ের প্রতি ইমান গ্রহণ করতে হবে।
- মিথ্যাচার ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মুনাফিকরা মুসলিম নয় বরং কাফির। এদের থেকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৯নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ এবং ইমানদার মুসলিমদের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চণামূলক আচরণ ও তার পরিণাম সম্পর্কে এ আয়াতে বলা আলোচনা করা হয়েছে-

- মুখে মুখে ইমান এনেছি- এ কথা বলে মুনাফিকরা মনে করছে যে, তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকেই নিজেরা ধোঁকার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভাবে তাদের মুনাফিকী চক্রান্ত তাদের পক্ষে বুঝি খুবই কল্যাণকর হবে। কিন্তু আসলে এ চাল ও চক্রান্ত তাদের দুনিয়ায় সাময়িক লাভবান করলেও পরকালে তারা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- মুনাফিক ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য হয়ত লোকদেরকে প্রতারিত করে রাখতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে না।
- মুনাফিকরা আখিরাতে পীড়াদায়ক নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি ভোগ করবে।
- আসলে আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বরং রাসূল (স) ও মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজি করার কারণেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে।

শিক্ষা

- মুনাফিক চক্রের সকল প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণার জাল ফাঁস হয়ে যাবে এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।
- পরকালে তারা ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, মুনাফিকদের অন্তরে কুফর, নিফাক, সংশয়, হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের সেই ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

- আয়াতে (مرض) 'মারাদুন' অর্থ: রোগ-ব্যাধি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে এর দ্বারা সন্দেহ-দ্বিধা বোঝানো হয়েছে।
- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে।
- আল্লাহ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন- এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ দেখে জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তো দিন দিন তাঁর ইসলাম ধর্মের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তারা শুধু হিংসায় জ্বলছে। তাদের সেই অন্তরজ্বালা বাড়তেই থাকে।

শিক্ষা

(ক) মুনাফিকী বা কপট বিশ্বাস মারাত্মক রোগ।

(খ) মুনাফিকীর ব্যাধি মানসিক দিক দিয়ে যেমন অশান্তির কারণ, শারীরিক দিক দিয়েও তেমনি ধ্বংসাত্মক।

(গ) এ ব্যাধি যার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখিরাতকে বিনষ্ট করেছে।
(ঘ) মিথ্যাচার তাদের জীবনাচার, তাই পীড়াদায়ক শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত।
(ঙ) কাজেই মুনাফিকী বর্জন করে খাঁটি মুসলিম হয়ে জীবন-যাপনের মধ্যেই শান্তি নিহিত।

সারসংক্ষেপ

মানুষ তিন শ্রেণিভুক্ত: বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী। মানুষের মধ্যে ঐ কপট বিশ্বাসীরা খুবই ধূর্ত ও মানব সমাজের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। এদের থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, মুনাফিকদের আলামত কয়টি উল্লেখ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'আ-মান্না' (أَمَنَّا) শব্দের অর্থ কী ?
(ক) বিশ্বাস স্থাপন করেছি (খ) অদৃশ্য
(গ) অস্পষ্ট (ঘ) সন্দেহ

২। মু'মিনিন শব্দের অর্থ কী ?
(ক) তোমরা ইমান আন (খ) বিশ্বাসী
(গ) তোমরা ইমান আনবে ? (ঘ) তোমরা ইমান আনবে না।

৩।'ইউখাদিউন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) প্রতারণা করা (খ) তামাশা করা
(গ) হতাশ করা (ঘ) বেয়াদবি করা

৪। 'মারাদুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক)মুক (খ) বধির
(গ) ব্যাধি (ঘ) সুস্থ

৫। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হলো -
i.তারা কাফিরদের খুশি রাখতে চায়
ii. তারা মুমিনদেরও খুশি রাখতে চায়
iii. তারা আল্লাহকেও খুশি রাখতে চায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন
উদ্দীপক,

একবার জামিল সাহেব কাপড় কেনার জন্য নিউ মার্কেটে যান। তিনি এক দোকানীর নিকট থেকে পছন্দমত একটি কাপড় ক্রয় করেন। কিন্তু দোকানী কাপড়টি প্যাকেট করার সময় ক্রেতার পছন্দের কাপড়টি না দিয়ে তারই মত অন্য একটি কাপড় প্যাকেট করে দেন। এতে ক্রেতা খুবই ক্ষুদ্ধ হন। বিষয়টি নিয়ে তিনি মসজিদের ইমামের সাথে কথা বলেন। ইমাম সাহেব শুক্রবার জুমুআর খুতবায় প্রতারকের পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন।

ক. ইমান কী ? ১
খ. 'না তারা আদৌ ইমানদার নয়' - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. প্রতারনা দ্বারা এখানে কী বোঝানো হয়েছে ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার পরিণতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠ-৫: আয়াত নং ১১ ও ১২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১১ ও ১২ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফাসাদ, পৃথিবী, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, আব্‌দ, মুসলিহুন, মুফসিদূন।

(١١)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
(١٢)أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

অনুবাদ

১১. আর যখন তাদের বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না' তখন তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকরী।'
১২. সাবধান! এরাই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা তা উপলব্ধি করে না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قيل-বলা হয়। ل-জন্য। هم-তাদের। لا تفسدوا-ঝগড়া বা অশান্তি সৃষ্টি করো না। فى-মধ্যে। الارض-পৃথিবী। قالوا-তারা বলে। انما-নিশ্চয়, অবশ্যই। نحن-আমরা। مصلحون-শান্তি স্থাপনকারী। الا-সাবধান। ان-নিশ্চয়। هم-তারা। المفسدون-অশান্তি সৃষ্টিকারী। و-এবং। لكن-কিন্তু। لا-না। يشعرون -তারা বুঝে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে যখন সমাজে অশান্তি, সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন তখন তারা বলে, আসলে আমরাই হলাম প্রকৃত শান্তিকামী-শান্তি স্থাপনকারী। কিন্তু তারাই যে সত্যিকার অর্থে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এ চেতনাই তাদের নেই। স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত কপট লোকদের এটাই বৈশিষ্ট্য। তারা কখনো নিজেদের ভুলের প্রতি নযর দিতে সময় পায় না।

- মূলত মুনাফিকরা নিজেদের সৃষ্ট সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে।
- প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ; কিন্তু যারা কপটচারিতায় মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের কল্যাণের ছদ্মাবরণে বরং সমাজে বিপর্যয় প্রসার লাভ করে। অতএব মুনাফিকী চরিত্র বর্জন করে খাঁটি মুসলিমদের জীবন শুরু করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা মানবতার শত্রু, সমাজের শত্রু, জাতির শত্রু ও ইসলামের শত্রু। এরা সমাজে-দেশে- দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ঝগড়া-ফাসাদ-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিজের ফায়দা হাসিলের ধান্ধায় থাকে এ জন্য এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	‘মুনাফিকের আলামতগুলো নির্ধারণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ফাসাদ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা (খ) শৃঙ্খলা আনয়ন করা

(গ) শান্তি স্থাপন করা (ঘ) সন্দেহ পোষণ করা

২. কাদের দমন করা সহজ নয় ?

(ক) চোর-ডাকাতদের (খ) মুনাফিকদের

(গ) ঘুষখোরদের (ঘ) সুদখোরদের

৩.‘মুসলিহুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক)শান্তি স্থাপনকারী (খ) অশান্তি স্থাপনকারী

(গ) নামায প্রতিষ্ঠাকারী (ঘ) রোযা পালনকারী

৪। ‘লা তুফসিদু’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শান্তি সৃষ্টি করো না (খ) সুখে থেকো না

(গ) অশান্তি সৃষ্টি করো না (ঘ) অসুস্থ থেকো না

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সোহেল ও ফয়সাল একই গ্রামে বসবাস করেন। তারা উভয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং একে অপরের সহায়তাকারী। গ্রামে কোন কিছু নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে তারা তা মিটমাট করার পরিবর্তে তিলকে তাল বানিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেন। সমাজে এর কথা ওর কাছে, ওর কথা এর কাছে বলে বেড়ানোই এদের। সমাজে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা আনন্দ পায়। এর কারণ জানতে চাইলে তারা উভয়ে বলে, আমরা তো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি।

ক. ফাসাদ কী ? ১

খ. 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. সোহেল ও ফয়সালের চরিত্রে কীসের পরিচয় পাওয়া যায় ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুনাফিকের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

অধ্যাপক মিজানুর রহমান একদিন ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, ভাল মানুষ তারাই ভালো মানুষের ভাব দেখান। তারা জনগণের সামনে নিজেদেরকে ভাল মানুষ হিসাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেও সমাজে তারাই সন্ত্রাসীদের মদদদাতা ও গডফাদার। সমাজকে সংশোধন করতে হলে আগে সন্ত্রাসীদের মদদদাতা ও গডফাদারদের সংশোধন হওয়া আবশ্যক । অতঃপর অধ্যাপক মিজানুর রহমান কুরআনের এই

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-

আয়াতটি উল্লেখ করেন।

ক. মুসলিহুন শব্দের অর্থ কী ? ১

খ. কুরআনে 'মুফসিদুন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ২

গ. মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ-৬: আয়াত নং ১৩ ও ১৪ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ১৪ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমান, সুফাহা, শায়াতিন, উপহাস।

(১৩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ইমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ইমান আনো। তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ইমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قيل-বলা হয়। ل-জন্য। هم-তাদের। امنوا-ইমান আন। كما-যেরূপ। امن-ইমান এনেছে। الناس-লোকেরা। قالوا-তারা বলে। أ-কি। نؤمن-আমরা ইমান আনব। كما-যেমন। السفهاء-নির্বোধগণ। الا-সাবধান। ان-নিশ্চয়। هم-তারা। السفهاء-নির্বোধ। و-এবং। لكن-কিন্তু। لا-না। يعلمون-তারা জানে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ বলেন, যখন মুনাফিকদেরকে প্রকৃত ইমানদারগণের ন্যায় পূর্ণ সততার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইমান আনার জন্য বলা হয় ; তখন জবাবে তারা বলে, 'আমরা কী নির্বোধ লোকদের ন্যায় ইমান আনবো। মুনাফিকদের মতে, সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুমিন হওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মুসলিমগণ শুধু সত্য ও সততার জন্যই সমগ্র দেশের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছে। তাদের মতে, সত্য ও সততার বিতর্কে জড়িত না হয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। মুনাফিকদের ভ্রান্ত নীতির জবাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মূলত মুনাফিকরাই নির্বোধ-মূর্খ। কিন্তু অহংকার ও অজ্ঞতার কারণে তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। অন্যান্য লোক যেভাবে ইমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ইমান আনো। এখানে লোক বলতে সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। আর সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ইমানই গ্রহণযোগ্য।

এ আয়াতের বক্তব্য হতে যেসব শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে-

(ক) ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে ইমান গ্রহণ করতে হবে।

(খ) নিজের ইমান সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ করতে হবে।

(গ) পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য ইমান গ্রহণ করা বোকামি।

(ঘ) সর্বযুগের ভ্রান্তবাদীরাই সৎপথ অবলম্বনকারীদের বিভিন্ন অপনামে আখ্যায়িত করত।

ঙ. মুনাফিকী চরিত্র বর্জন করে খাঁটি মুমিন জীবন গড়ে তুলতে হবে।

(১৪) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

অনুবাদ

১৪. আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি- আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করি।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। لقوا-তারা মিলিত হয়। الذين-যারা। امنوا- ইমান এনেছে। قالوا-তারা বলে। امنا-আমরা ইমান এনেছি। و-এবং। اذا-যখন। خلوا-তারা নির্জনে (মিলিত হয়)। الى-সঙ্গে। شياطين-বহুবচন। একবচনে شيطان এটা شطن বা شيط ধাতু হতে উদ্ভূত। এর অর্থ দাম্ভিক, অহংকারী, ধর্ম ও সরল পথ হতে দূরীভূত বা বিভ্রান্ত প্রত্যেককেই শয়তান নামে অভিহিত করা হয়। এ শব্দ মানুষ ও জিন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এখানে মুনাফিকদের দলপতিরাই শয়তান বলে অভিহিত হয়েছে। هم-তাদের। قالوا-তারা বলে। انا-নিশ্চয় আমরা। مع-সঙ্গে। كم-তোমাদের। انما-অবশ্যই। نحن-আমরা। مستهزءون-উপহাসকারী।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এটি মুনাফিকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রাস্তা-ঘাটে কিংবা বাজারে-বন্দরে কোথাও মুসলিমদের সাথে দেখা হলে তারা তাদের বলত যে, আমরাও তোমাদের মত আল্লাহ ও রাসূলের (স) ওপর ইমান এনেছি। কিন্তু নির্জনে ও গোপনে যখন তারা তাদের দুষ্ট দলপতি ও নেতাদের সাথে মিলিত হত তখন তারা বলত যে, আমাদের কথা শুনে তোমরা মনে করো না যে, আমরা মুসলিম হয়ে গেছি বরং আমরা তোমাদের সাথেই আছি। ইমান আনার কথা বলে আমরা মুসলিমদের সাথে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকি এবং তাদের তথ্য তোমাদের নিকট পাচার করছি।

شيطان- আরবি ভাষায় দাম্ভিক, অহংকারী, স্বৈরাচার ও মদমত্ত ব্যক্তিকে শয়তান বলা হয়ে থাকে। মানুষ এবং জিন উভয়ের ক্ষেত্রেই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কুরআনে যদিও এ শব্দটিকে জিন শয়তান সম্পর্কেই অধিকতর ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে এটা শয়তান প্রকৃতির মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। শায়াতীন (شياطين) শব্দ দ্বারা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন ইসলামের ঐসব প্রধান প্রধান দুশমন ও বড় বড় সর্দারগণকে বুঝানো হয়েছে; যারা ইসলামের বিরোধিতায় সকলের অগ্রণী ছিল।

সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা কপট বিশ্বাসী। এরা ইমান আনার ভান করে মুলিম সমাজ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেয়। অপর দিকে মুনাফিকরা কাফির মুশরিকদের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে থাকে। তারা বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মুসলিম হওয়ার ভান করে থাকি। এদরে সরদার হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুনাফিকদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র রচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. সুফাহা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) নির্বোধ (খ) চালাক

(গ) শান্তি স্থাপন কারী (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী

২. আয়াতে 'নাস' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে ?

(ক) মুনাফিকদের (খ) সাহাবীদের

(গ) ফেরেশতাদের (ঘ) রাসূলগণকে

৩.শয়তান শব্দের অর্থ কী ?

(ক) দাম্ভিক, অহংকারী (খ) সরল ব্যক্তি

(গ) ইমানহীন (ঘ) যুক্তিহীন

৪। আয়াতে 'শায়াতীন' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে ?

(ক) মুনাফিকদের (খ) ইসলামের প্রধান দুশমনদের

(গ) মিথ্যাবাদীদের (ঘ) গিবতকারীদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

সুরাইয়া ও সুমনা দু'জন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সুরাইয়া হিজাব পরিধান করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। হালাল-হারাম,ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন। ইসলামের পর্দাপ্রথাসহ অন্যান্য বিধিবিধান পালনের ব্যাপারেও সে গভীর মনোযোগী। শরি'আতের নির্ধারিত সীমা সে কখনো লংঘন করে না। অন্যদিকে সুমনা তার বান্ধবী সুরাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, এসব বোকাদের কাজ। সুমনার মতে দুনিয়া হলো ভোগবিলাসের স্থান। তাই শরি'আতের হালাল-হারাম বাদ দাও। এখন হলো দুনিয়াকে নিজের মত করে উপভোগ করার সময়।

ক. প্রকৃত বোকা কারা ? ১

খ. বিশ্বাসীদের কাজ কীরূপ হবে ? ২

গ. সুমনার চরিত্রে কীসের অভাব রয়েছে ? ৩

ঘ. সুমনার উক্তি ' শরি'আতের হালাল-হারাম বাদ দাও। এখন হলো দুনিয়াকে নিজের মত করে উপভোগ করার সময়'-সূরা বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ -৭: আয়াত নং ১৫ ও ১৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	উপহাস, অবাধ্যতা, বিভ্রান্তি, হুদা, ব্যবসায়।

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)

অনুবাদ

১৫. আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করেন। এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

শব্দার্থ

يَسْتَهْزِئُ-উপহাস করেন। ب-সংগে। هم-তাদের। و-এবং। يمد-অবকাশ দিতেছেন। هم-তাদের। فى-মধ্যে। طغيان-অবাধ্যতা। هم-তাদের। يعمهون- উদভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মুনাফিকরা মুসলিমদের নিকট গিয়ে ঈমানের ভণিতা প্রদর্শন করত। নিজেদেরকে পাক্কা ইমানদার বলে জাহির করত। আর অন্যদিকে কাফির-মুশরিক দলপতিদের নিকট গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলত যে, 'আমরা তাদের সাথে ইমান এনেছি বলে হাসি-তামাশা করে থাকি।' তাদের এ জঘন্য প্রহসনমূলক আচরণের পরিণাম তুলে ধরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ঘৃণ্য আচরণের শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছেন এ রূপে–

- আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপহাসের জবাব দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে আরো অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন যাতে তারা তাদের ঔদ্ধত্যে আরো হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অপরাধের মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলে একদিন হঠাৎ তাদের ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয়।
- উপহাসের বদলে এ শাস্তি বিধানকেই আল্লাহর উপহাস বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহর পূতঃপবিত্র মহান সত্তা উপহাস করার ন্যায় মানবীয় আচরণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই
- আল্লাহ মুনাফিকদেরকে তাদের ঠাট্টার প্রতিফল দান করবেন।
- মুনাফিকদের বিদ্রূপের প্রতিফল তাদের ওপরই বর্তাবে। তারা ইমানদারদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।
- আল্লাহ মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করবেন।
- পরকালে তাদেরকে দোযখের অতল গহীনে নিক্ষেপ করা হবে।
- অতএব সর্বতোভাবে মুনাফিকী ত্যাগ করে খাঁটিভাবে ইমানদার হয়ে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া সকলেরই কর্তব্য।

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

অনুবাদ

১৬. এরা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করে। সুতরাং তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

শব্দার্থ

اولئك এরাই, তারাই। الذين-যারা। اشتروا-ক্রয় করেছে। الضللة-ভ্রষ্টতা। ب-পরিবর্তে। الهدى- সৎপথ। ف-অতঃপর। ما-না। ربحت-লাভজনক হয়েছে। تجارة-ব্যবসায়। هم-তাদের। و-এবং। ما-না। كانوا-তারা হয়েছে। مهتدين-সৎপথ প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে হিদায়াত তথা সত্য-সুন্দর ইসলামের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকরা যে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে এতে মুনাফিকদের কী লাভ হল তারই বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন- তারাই সেসব লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে। এতে তারা লাভবান হতে পারেনি।

বরং চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা স্বীয় কার্যকলাপের দরুন সুপথগামী হয়নি। বরং পথভ্রষ্টতার পংকে নিমজ্জিত রয়েছে।

- মহান আল্লাহ মুনাফিকীকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে তাদের অবস্থা পরিস্কার করে দিয়েছেন। মুনাফিকরা সৎপথের পরিবর্তে অসৎপথ গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের এ বিনিময় লাভজনক হয়নি।

সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা সুবিধাভোগের জন্য ইলাম গ্রহণের ভনিতা করে থাকে। সুবিধা দেখলে আগায় এবং বিপদ দেখলে পালায়। তাদের এই ভণ্ডামির ব্যবসায় দ্বারা তারা ইহকাল বা পরকাল কোনোটাতেই লাভবান হতে পারবে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ পরস্পর আলোচনা করে মুনাফিকদের চরিত্র উন্মোচন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ইয়াসতাহযিউ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) উপহাস করেন (খ) চালাকী করেন

(গ) জটিলতা সৃষ্টি করেন (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন

২। 'মুহতাদীন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অসৎপথ প্রাপ্ত (খ) সৎপথ প্রাপ্ত

(গ) বাঁকা পথ (ঘ) পেচানো পথ

৩।'তুগইয়ান' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অবাধ্যতা (খ) আনুগত্য

(গ) অনুসরণ করা (ঘ) অনুকরণ করা

৪। দালালাহ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) কিছু ফেলে আসা (খ) ভ্রষ্টতা

(গ) সভ্যতা (ঘ) অন্যায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বাবার প্রথম সন্তানের নাম আকবর। আকবরের কাজে-কর্মে ইমানদারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। কারণ সে নানা ধরনের অন্যায় কাজ করে বেড়ায়। মুখে ঈমানের কথা বললেও সবার অজান্তে সে মুসলমানের ক্ষতিই করে বেশি। এতে তার বাবা খুবই দুঃখ পান। একদিন ছেলেকে জোর করে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট নিয়ে গেলেন। ইমাম সাহেব তাকে অনেক বুঝানোর পর সে অঙ্গীকার করে যে, সে আর কখনো মুসলমানের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে সব কিছু ভুলে যায়।

ক. উপহাস কী ? ১

খ. 'আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন' - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আকবরের আচরণ অনুযায়ী তাকে কী নামে অভিহিত করা যায় ? ৩

ঘ. আখিরাতে আকবরের পরিণতি সূরা বাকারার আলোকে তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ-৮: আয়াত নং ১৭ ও ১৮-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৭ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১৮ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নার (আগুন), নূর (আলো), জুলুমাত (অন্ধকার) বধির, বোবা, অন্ধ।

(١٧) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

অনুবাদ

১৭. তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, অতঃপর যখন এর চারদিক আলোকিত করল তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি ছিনিয়ে নিলেন। আর তাদের এমন ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে, তারা আর কিছুই দেখতে পেল না।

শব্দার্থ

مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। هم-তাদের। مثلهم-তাদের দৃষ্টান্ত। كمثل-দৃষ্টান্তের ন্যায়। الذى-যে ব্যক্তি। استوقد-প্রজ্বলিত করল। نار-আগুন। ف-অতঃপর। اذا-যখন। اضاءت-আলোকিত হল। ماحوله- তার চারপাশ। ذهب الله-আল্লাহ ছিনিয়ে নিলেন। نورهم-তাদের আলো। ذهب-শব্দের অর্থ সে নিয়েছে। কিন্তু এ শব্দের পরের যদি হরফে জার (যের প্রদানকারী হরফ) আসে তবে অর্থ হবে- সে ছিনিয়ে নিয়েছে, و-এবং। ترك-তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। وتركهم-এবং فى - মধ্যে। ظلمة-গভীর, অন্ধকার। يبصرون -তারা দেখে। لايبصرون-তারা দেখে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত হল এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালাল। সেই আগুনের শিখায় যখন চারপাশ আলোকিত হল, সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিল, সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হল ; তখন আত্মপূজার অন্ধকারে বিভ্রান্ত মুনাফিকরা সে আলোতেও কিছু দেখতে পেল না। আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন।

এখানে আলো প্রজ্জলনকারী হিসেবে রাসূল (স)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি যখন ইসলামের আলোকে চতুর্দিকের অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করলেন তখন মুনাফিক ও কাফির ব্যতীত সকলেই সেই আলোকরশ্মিতে নিজেদের জীবন উদ্ভাসিত করে সাফল্যমণ্ডিত করল। তারা অন্ধকার থেকে আলোয় এল। অর্থাৎ ইসলামের আলোকে আলোকিত হল। তারা হিদায়াত লাভ করল।

'আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন' এই বাক্যাংশ দ্বারা কারও মনে এই ভুল ধারণা আসা উচিত নয় যে, তাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে না। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঠিক তাদেরই দৃষ্টিশক্তি হরণ করেন, যারা নিজেরা সত্য সন্ধানী নয়। যে নিজে হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহী উত্তম বলে মনে করে এবং নিজে সত্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে প্রস্তুত নয়। অতএব তারা নিজেরাই যখন সত্যের আলোকচ্ছটা থেকে মুখ ফিরিয়ে বাতিলের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে ইচ্ছা করল তখন আল্লাহও তাদের সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপদান করলেন।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (১৮)

অনুবাদ

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা (সৎপথের দিকে) আর ফিরে আসবে না।

শব্দার্থ

صم-বধির। بكم-মূক, বোবা। عمى-অন্ধ। ف-অতঃপর। هم-তারা। لا-না। يرجعون-ফির আসবে। لايرجعون-অতঃপর আর ফিরে আসবে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে তাদের চূড়ান্ত ও করুণ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, সত্য কথা শ্রবণের ব্যাপারে এরা বধির, সত্যকথা বলার ব্যাপারে এরা বোবা এবং সত্য দর্শনের ব্যাপারে এরা অন্ধ। মুনাফিকরা ইসলামের ও মানবতার ঘোর দুশমন। তাই এদের শাস্তি ভয়ানক।

আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"অবশ্যই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে।" (সূরা নিসা-৪:১৪৫)

সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করব তা হল :

১. মুনাফিকরা ইসলাম, মুসলিম এবং আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন।
২. এরা সব সময় ইসলামের ক্ষতি করে।
৩. মুনাফিকরা সত্য গ্রহণে এগিয়ে আসে না, বুঝতে চেষ্টা করে না এবং সত্য বলে না।
৪. মুনাফিকরা বধির, মূক ও অন্ধ।
৫. তারা ন্যায় ও সত্যের বদলে অন্যায় ও অসত্যকে বেশি ভালোসে।
৬. তারা সত্য দেখে না ও তা উপলব্ধি করতে চায় না।
৭. আমরা সব রকমের মুনাফিকী থেকে বেঁচে থাকব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	‘মুনাফিকরা ইসলামের শত্রু’ প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘জুলুমাত’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) গভীর অন্ধকার (খ) চালাকী করেন
(গ) জটিলতা সৃষ্টি করেন (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন

২. কারা আলোতে কিছু দেখতে পায়নি ?

(ক) কাফিররা (খ) মুনাফিকরা
(গ) বোকারা (ঘ) চালাকরা

৩.আয়াতে নূর শব্দের অর্থ কী ?

(ক) দৃষ্টিশক্তি (খ) মনের শক্তি
(গ) চিন্তাশক্তি (ঘ) শারীরিক শক্তি

৪। কারা সৎপথের দিকে ফিরে আসবে না ?

i. যারা বধির ii. যারা মুক iii. যারা অন্ধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উদ্দীপক,

হাসান একজন মুদি দোকানদার। প্রথম দিন থেকেই সে তার আসল চরিত্র গোপন রেখে সৎভাবে দোকান পরিচালনা করতে থাকে। এতে তার সুনাম ও খ্যাতি মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে। দোকানে বিক্রিও ভালো হয়। কারণ প্রথম দিকে সে দোকানে খাঁটি মালামাল বিক্রি করত। ওজনও ঠিকঠাক মত দিত। কিন্তু দোকান চালু হয়ে যাবার পর এখন সে আসল মালের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অধিক ব্যবসায়ের দিকে মন দেয়। এমনকি ওজনেও কম দিতে থাকে । এতে ক্রেতাদের নিকট তার চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। ফলে মহল্লার মানুষ তার দোকান থেকে কেনা-কাটা ছেড়ে দেয়।

ক. জুলুমাত কী ? ১
খ. রাতের আধারে আগুন জ্বালানোর ফলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ? বুঝিয়ে লিখুন। ২
গ. ‘আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন’ বলতে আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ১৭ নং আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-৯: আয়াত নং ১৯ ও ২০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৯ নং আয়াতের অনুবাদ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যা জানতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ২০ নং আয়াতের অনুবাদ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বর্ষণমুখর, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমক, মৃত্যুভয়, গভীর অন্ধকার, বজ্রগতি।

(١٩) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

অনুবাদ

১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রের গর্জন এবং বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে প্রাণের ভয়ে তারা নিজেদের আঙ্গুল কানে ঢুকিয়েছে। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে ঘিরে রেখেছেন।

শব্দার্থ

او-অথবা। ك-যেমন। صيب-মুষলধারে বৃষ্টি। او كصيب-অথবা যেমন মুষলধারে বৃষ্টি। من-থেকে। السماء- আকাশ। فيه-এতে, এর মধ্যে। ظلمة-গভীর অন্ধকার, (এখানে অন্ধকার গভীর মেঘমালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। و-এবং। برق-বজ্রধ্বনি। رعد-বিদ্যুৎ, মেঘ। يجعلون-তারা রাখে, ঢুকায়। اصابع-আঙ্গুলসমূহ। هم-তাদের। فى-মধ্যে, ভেতরে। اذان-কানসমূহ। فى اذانهم-তাদের কানের মধ্যে। من-থেকে। صواعق-বজ্রধ্বনি। موت-মৃত্যু। حذرالموت - মৃত্যু ভয়ে। والله محيط- এবং আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী। الكافرين-কাফিরদেরকে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এমন সব মুনাফিকের যারা মানসিক দিক দিয়ে ইমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করত; কিন্তু কোন স্বার্থ বা সুবিধা লাভের আশায় মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে ঐসব মুনাফিকদের যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকারে পতিত দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল। এরা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করলেও সে জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের তীব্র দহন সহ্য করতে মোটেই তৈরি ছিল না।

এ দৃষ্টান্তে 'বৃষ্টি' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত হিসেবে এসেছে ইসলাম। অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কটের কথা বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলি ও তাগুতি শক্তির প্রবল বিরোধিতার দরুন সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তের শেষভাগে উক্ত মুনাফিকদের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করে বলা হয়েছে যে, সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা যখন বিপদ-মুসিবতের ঘোর অমানিশার সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে আসে। কিন্তু আল্লাহর অমোঘ বিধান কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

(٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অনুবাদ

২০. (মনে হয়) বিদ্যুতের চমক অচিরেই তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখনই বিদ্যুৎ চমকের কারণে তাদের সামনে একটা আলোক দেখা দেয়, তখনই তারা একটু পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে থাকে আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর মহাশক্তিমান।

শব্দার্থ

يكاد-প্রায়, অচিরেই। برق-বিদ্যুৎ। يخطف-ছিনিয়ে নেবে। ابصار-চোখসমূহ, দৃষ্টিশক্তি। هم-তাদের। يكاد البرق - অচিরেই বিদ্যুৎ। اذا-যখনই, اضاءت -আলোকিত করে। لهم-তাদের জন্য। مشوا-তারা চলে। و-এবং। اذا-যখন। اظلم -অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। عليهم–তাদের ওপর। قاموا-তারা দাঁড়ায়। لو-যদি شاء-চেয়েছিলেন। ولوشاءالله-এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। ل-অবশ্যই। ذهب-তিনি গিয়েছেন, নিয়েছেন। سمعهم-তাদের শ্রবণশক্তি। لذهب بسمعهم- অবশ্যই তাদের শ্রবণ শক্তি ছিনিয়ে নিতেন। ان الله -নিশ্চয়ই আল্লাহ। على-ওপর। كل-প্রত্যেক। شئ-জিনিস। على كل شئ قدير-প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী– ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তারা ইসলামের বিপদাপদ দেখে এতটুকু ঘাবড়িয়ে যায় যে, মনে হয় এখনই তাদের প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবার ইসলামের মহিমা দেখলে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বিপদাপদের কথা শুনলে আর ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না। বিদ্যুতালোকে রাস্তা আলোকিত হলে তারা সামনে অগ্রসর হয় আবার অন্ধকার হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকে।"একথা দ্বারা তাদের মনের উপরিউক্ত অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রথমোক্ত মুনাফিকদের ন্যায় এদেরও শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি ছিনিয়ে বধির ও অন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে যারা যে পরিমাণ দেখতে ও শুনতে চায় তাদেরকে ততটুকু শুনতে ও দেখতে না দেওয়া আল্লাহর নীতি নয়। তাই তারা সত্যকে যতটুকু দেখতে এবং সে সম্পর্কে যতটুকু শুনতে প্রস্তুত ছিল, আল্লাহ তাদের সেই পরিমাণ শোনার ও দেখার শক্তি দান করেছেন।

সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা কপট বিশ্বাসী। ইমান-ইসলাম- সত্যের আলো পেয়েও তারা সত্যের আলোয় চলতে চায়নি। বরং অন্ধকারে মিথ্যার তমস্যায় জাহিলিয়াতের গোলক ধাধাঁয় থাকতে চায়। আল্লাহ এদেরকে সত্য পথ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুনাফিকদের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ১৯ নং আয়াতে কোন ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ?

(ক) মুসলিমদের (খ) কাফিরদের

(গ) মুনাফিকদের (ঘ) মিথ্যাবাদীদের

২। 'সায়্যিবন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অন্ধকার (খ) মুষলধারে বৃষ্টি

(গ) বিদ্যুৎ (ঘ) আলো

৩. 'বারকুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিদ্যুৎ (খ) তারা

(গ)নীহারিকা (ঘ) সূর্য

৪.'আসাবিউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আঙুলসমূহ (খ) চোখসমূহ

(গ) হাতসমূহ (ঘ) বাহুসমূহ

৫। কারা নিজেদের আঙুল কর্ণকুহরে ডুকিয়েছে ?

(ক) ইমানদাররা (খ)পথচারীরা

(গ) মুনাফিকরা (ঘ) পাপাচারীরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সাবিহুল ইসলাম জুমু'আর খুতবায় বলেন, ইসলামের পথ ফুল বিছানো নয়। এ পথে অবিচল থাকতে হলে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস ও ভরসা করে চলতে হয়। ইসলামের পথে চলতে গেলে কাফির-মুশরিকদের পক্ষ হতে প্রতিনিয়ত বাধা আসতে পারে। এমনকি অনেক সময় জীবনের ওপরও হুমকি আসতে পারে। এ অবস্থায় অনেক দুর্বল ইমানদার লোক একটু বিপদ-আপদ দেখলেই ঘাবড়িয়ে যায়। এরাই আবার ইসলামের মহিমা দেখতে পেলে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নেই। এরা খাঁটি মমিন নয়।

ক. 'সায়্যিবন' কী ? ১

খ. 'আল্লাহ কাফিরদেরকে ঘিরে রেখেছেন' - আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লিখুন। ২

গ. ১৯ নং আয়াতের আলোকে মুনাফিকদের স্বরূপ উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুনাফিকদের চরিত্র ২০ নং আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। গ

পাঠ-১০: আয়াত নং ২১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২১ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নাস (মানব জাতি), ইবাদত, রব, তাকওয়া, রব্ব, খালাকা, নাফরমানি, একত্ববাদ, ইখলাস।

(٢١)يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ

২১. হে মানবজাতি! তোমর তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।

শব্দার্থ

يا-হে। ايها-ওহে। الناس-মানব জাতি। ياايها الناس-হে মানবজাতি। اعبدوا-তোমরা ইবাদাত কর। رب-প্রতিপালক। ربكم-তোমাদের প্রতিপালকের। الذى-যে. যিনি। خلق-সৃষ্টি করেছেন। كم-তোমাদের। خلقكم -তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। و-এবং। الذين-যারা। من-থেকে। قبل-পূর্বে, আগে। والذين من قبلكم -এবং যারা তোমাদের পূর্বে ছিল। لعل-যাতে। كم-তোমরা, لعلكم-যাতে তোমরা। لعلكم تتقون -যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে (বাঁচতে পার) তাকওয়া অর্জন করতে পার।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই মহান প্রভুর দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টিকর্তা। এতেই তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত মত ও মতবাদ, ভুল কাজ-কর্ম এবং পরকালে আল্লাহর কঠোর শাস্তি হতে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ এটাই। এখানে গোটা মানবজাতিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন- 'তোমাদের রবের ইবাদাত কর।' ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব, আনুগত্য ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির পথ তাওহীদকে গ্রহণ করো এবং শিরক হতে বিরত থাকো। আর মহান আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতাকে স্বীকার করে তারই ইবাদাত ও আনুগত্যে নিয়োজিত করো।

সুতরাং এ আয়াতের বিশ্লেষণ হতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

১. আল-কুরআনের মূল শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে- একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা।

২. আর আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ইহকাল ও পরকালে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, কেন আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে ? পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ইবাদত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আনুগত্য করা (খ) সেবা করা
(গ) দূরে থাকা (ঘ) বিরত থাকা

২. 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আল্লাহকে দেখা (খ) আল্লাহভীতি
(গ)সহজ-সরল (ঘ) আল্লাহকে না দেখা

৩.'রব' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বর্জনকারী (খ) ক্ষমাকারী
(গ) গ্রহণকারী (ঘ) প্রতিপালক

৪। আলোচ্য ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের সম্বোধন করেছেন-

i. মুসলিমদের ii. কাফিরদের iii. মুনাফিকদের

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক জনাব মফিদুল ইসলাম এক সেমিনারে বলেন, মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অথচ অনেকেই দুনিয়ার মোহে আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে কেবলই ছুটে চলেছে অর্থ-বিত্তের পেছনে। অথচ মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই আত্মিক শান্তি লাভ করে থাকে।

ক. ইবাদত কী ? ১
খ. আলোচ্য আয়াতে 'মানবজাতি' বলে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ২
গ. প্রকৃত মুত্তাকী হওয়ার জন্য আমাদের করণীয় কী ? ৩
ঘ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠ-১১: আয়াত নং ২২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২২নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পৃথিবী, বিছানা, আকাশ, বৃষ্টি, ফসলাদি, রিয্ক, সমকক্ষ।

(٢٢)الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অনুবাদ

২২. যিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য নানা প্রকার ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না।

শব্দার্থ

الذى- যে, যিনি। خلق-করেছেন। لكم-তোমাদের জন্য। الارض- পৃথিবী, যমিন। فراش-বিছানা। و-এবং। سماء-আসমান। بناء-ছাদ। انزل-নাযিল করেছেন, বর্ষণ করেছেন। من-থেকে, হতে। ماء-পানি। ماء من السماء -আসমান থেকে পানি। ف-অতঃপর। اخرج-বের করেছেন, উৎপন্ন করেছেন। ب-দ্বারা। ه-তা, এটা। به-এটা দ্বারা। الثمرت-ফলমূল। من الثمرت-বিভিন্ন রকম ফলমূল থেকে। رزق-জীবিকা, রিযিক। لا-না। تجعلوا-তোমরা কর। فلا تجعلوا-অতঃপর তোমরা কর না। لله-আল্লাহর জন্য। اندادا- কোন সমকক্ষ। انتم-তোমরা। تعلمون-তোমরা জান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে কেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর এ আয়াতে মানুষের চলাচল ও ফসলাদি উৎপাদনের সুবিধার জন্য যমিনকে সমতল করার কথা বলা হয়েছে। তিনি পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে সামিয়ানার ন্যায় সমতল বানিয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছেন। মানুষের জীবিকার জন্য তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে ফসল ও ফলফলাদি উৎপাদন করত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। যদি তিনি এ সমস্ত কাজ না করতেন তবে মানুষের বাঁচার কোন উপায়ই থাকত না। উপরিউক্ত কাজসমূহের কোন একটি কাজও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করেনি এবং কারও পক্ষে করা সম্ভবও নয়। কাজেই যিনি সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন, আরাম-আয়েশের সাথে বেঁচে থাকার জন্য নানাবিধ উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই সকলের আনুগত্য ও বন্দেগি পাবার অধিকারী। সুতরাং আনুগত্য ও বন্দেগিতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বৈধ নয়।

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ সৃষ্টি-জগতকে মানুষের বাসোপযোগী করে তৈরি করেছেন। সৃষ্টিজগতের সর্বকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে কোন অনিয়ম নেই। এ সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহ, তাঁর কোনো শরিক-অংশীদার নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি)	'মহাসৃষ্টিজগতের সৃষ্টিতে কোনো শরিক নেই' প্রমাণ করুন।

/শিক্ষার্থীর কাজ	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ফিরাশুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিছানা (খ) বালিশ
(গ) চেয়ার (ঘ) টেবিল

২. 'বিনাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) কিনারা (খ) ছাদ
(গ) মেঝে (ঘ) প্রান্ত

৩.'মাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আগুন (খ) বাতাস
(গ) পানি (ঘ) মাটি

৪.'ছামারাত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আটা (খ) চাউল
(গ) রুটি (ঘ) বিভিন্ন রকম ফল

৫। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কী ধরনের সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ?

i. জমিনকে সমতল করেছেন ii. পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন iii. আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ছামি ও রাফি দু'জন একই গ্রামের কৃষক। ছামি জমিতে ধান উৎপাদন করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। পাশাপাশি অধিক ফলনের আশায় আল্লাহর ওপর ভরসা করেন। পক্ষান্তরে রাফি অহংকার করে বলেন, জমি উত্তমরূপে তৈরি করা হয়েছে। ধানের ভালো চারা লাগানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় পানি, সার, নিরানী সবই দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই ভালো ধান হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ছামির জমিতে অধিক পরিমাণে ধান হলেও রাফির জমিতে আশানুরূপ ফলন হয়নি।

ক. আল্লাহ আসমান থেকে কী বর্ষণ করেন ? ১
খ. জমিন ও আসমানকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ? ২
গ. রাফির চরিত্রে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে ? ৩
ঘ. ইসলামে শিরকের অবস্থান উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠ-১২: আয়াত নং ২৩ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাইবুন, (সন্দেহ), সূরা, অনুরূপ, শুহাদা, সাদিকীন, ইরশাদ, বান্দা।

(২৩) إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অনুবাদ

২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তার অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারী ডেকে নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শব্দার্থ

و-এবং। ان-যদি। كنتم-তোমরা হও। فى-মধ্যে। ريب-সন্দেহ, সংশয়। وان كنتم فى ريب-এবং যদি তোমরা সন্দিহান হও। مما-যা, যা থেকে। نزلنا-আমি নাযিল করেছি। على-ওপর। عبدنا- আমার বান্দা। على عبدنا -আমার বান্দার ওপর। فأتوا-তাহলে নিয়ে এস, আনায়ন কর। سورة-কোন একটি সূরা। مثله-তার অনুরূপ। وادعوا- ডেকে আন, ডাক। شهداء-সাক্ষী ও সহযোগিতাকারীগণ। من-থেকে। دون-ব্যতীত, ছাড়া। دون الله-আল্লাহ ছাড়া। ان-যদি। كنتم-তোমরা হও। صادقين -সত্যবাদী। ان كنتم صدقين-যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ কাফির-মুনাফিক তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেছেন, আমার প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আমার প্রেরিত যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কিনা, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় জেগে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে এস। না পারলে সমগ্র পৃথিবী হতে তোমাদের সকল সমর্থক ও একমনা লোকদের সাহায্য-সহায়তা নিয়ে হলেও কুরআনের একটি ছোট সূরা রচনা করে আনায়ন করো।

কিন্তু না, তোমরা তা কখনই পারবে না। আল্লাহ ব্যতীত এ কাজ কেউই করতে পারবে না। জাহান্নামের আগুন ও কঠিন শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। কুরআনের এ আয়াতখানা বিশ্ববাসীর প্রতি চ্যালেঞ্জ। তৎকালীন আরব বিশ্বের সমস্ত কবি-সাহিত্যিক সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়েও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি এবং তারা লজ্জায় নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরবের অন্যতম কবি 'লাবীদ' কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা আল-কাউসারের অনুরূপ কোন সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন-ليس هذا من كلام البشر 'এটা কোন মানুষের বাণী নয়।'

সারসংক্ষেপ

এ আয়াতের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হতে যে শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে-

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, এরই একটি দলিল হচ্ছে আল-কুরআন।
(খ) কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, এটা মানব-রচিত কোন রচনা কর্ম নয়।
(গ) আল-কুরআন যে আল্লাহর বাণী, এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।
(ঘ) কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিরন্তন মু'জিযা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়' প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'রাইবুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সন্দেহ (খ) বিশ্বাস (গ) আশ্বাস (ঘ) মিথ্যা

২। ২৩ নং আয়াতটিতে আল্লাহ কাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছেন ?
i. কাফিরদের সাথে ii. মুনাফিকদের সাথে iii. আল্লাহদ্রোহীদের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। 'সুরাতুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) নামায (খ) যে কোন একটি সূরা (গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৪। 'ছাদিকীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সত্যবাদী (খ) মিথ্যাবাদী
(গ) ওয়াদা পালনকারী (ঘ) ওয়াদা ভঙ্গকারী

৫। আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জে টিকতে না পেরে কাফির-মুনাফিকদের অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
(ক) হাসি পেয়েছিল (খ) লজ্জায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিল
(গ) কান্না পেয়েছিল (ঘ) মরে গিয়েছিল

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুরাদ ও ফুয়াদ দুই বন্ধু। মুরাদ প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। মুরাদ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকী রয়েছে। পক্ষান্তরে ফুয়াদ কুরআনকে অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মতই মনে করে।

ক. আলোচ্য উদ্দীপকে 'সূরা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে ? ১
খ. 'কুরআন আল্লাহর বাণী' বুঝিয়ে বলুন। ২
গ. কুরআন মানবরচিত কোন গ্রন্থ নয়- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। খ

পাঠ-১৩: আয়াত নং ২৪ ও ২৫ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আগুন, ইন্ধন, মানুষ, পাথর, কাফির।

(٢٤)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

অনুবাদ

২৪. অতঃপর যদি তোমরা এমনটা করতে না পার এবং নিঃসন্দেহে তোমরা এটা কখনও করতে পারবে না। অতএব তোমরা ভয় কর, সেই আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ

ف-অতঃপর, সুতরাং, অতএব। ان-যদি। فان-অতঃপর যদি, সুতরাং যদি, অতএব যদি। لم-না। تفعلوا-তোমরা কর। تفعلوا-অতঃপর যদি তোমরা না কর। و-এবং। لن-কখনও না। تفعلوا-তোমরা করতে পারবে। ولن تفعلوا -এবং তোমরা কখনও করতে পারবে না। اتقوا-তোমরা ভয় কর। نار-আগুন। التى-যা। وقود-লাকড়ি, জ্বালানি। ها-এর। فاتقوا النار التى وقودها - সুতরাং সেই আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে। الناس-মানুষ। حجارة-পাথর। اعدت-তৈরি করা হয়েছে, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ل-জন্য। كفرون -কাফিরগণ। للكفرين- কাফিরদের জন্য।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতটি কুরআনের অন্যতম মু'জিযা, আল্লাহর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী ও চ্যালেঞ্জ। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফির, মুশরিক ও অমুসলিমগণ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও কুরআনের অনুরূপ কোন সূরা তারা রচনা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জ শোনার পর কাফির ও মুশরিকরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

'মানুষ ও পাথর হবে যার জ্বালানি' দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল কাফিররাই জাহান্নামের জ্বালানি হবে না; বরং সে সাথে তাদের নিজেদের হাতে গড়া পাথরের মূর্তিসহ যেগুলোকে তারা দেবতা হিসেবে উপাসনা করত, সেগুলোও দোযখের ইন্ধন এবং জ্বালানি হবে। এসব দেবতা ও মূর্তিগুলো কোন অবস্থাতেই আল্লাহর সমকক্ষ নয়, তা সেখানে বাস্তবে দেখানো হবে। কুরআনের আয়াতে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানেও এ চ্যালেঞ্জ কার্যকর রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা কার্যকর ও বলবৎ থাকবে। কিন্তু কোন যুগেই কোন পক্ষ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে ঘোষণাই জারি করেছেন।

(٢٥)وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অনুবাদ

২৫. আর যারা ইমান এনেছে ও ভালো কাজ করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। যখনই সেই জান্নাত থেকে তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেওয়া হত এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য পূতপবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

শব্দার্থ

و-এবং। بشّر-সুসংবাদ দাও। الذين-যারা। امنوا -ইমান এনেছে। عملوا-তারা করেছে। الصالحات - সৎকর্মসমূহ। وعملوا الصلحت -এবং সৎকর্ম করেছে। ان-যে। لهم - তাদের জন্য। جنت-বাগানসমূহ। تجرى-প্রবাহিত হচ্ছে। تحت-নিচে। ها-তা। تحتها-এর নিচ (নিম্নদেশ) দিয়ে। الانهار-ঝরনাধারাসমূহ। كلما-যখনই। رزقوا-তাদের (রিযিক) খেতে দেওয়া হয়। منها-তা থেকে। ثمرة -কোন ফলমূল। رزق-জীবিকা, খাবার। قالوا -তারা বলে। الذى -এটা, এটি। رزقنا-আমাদেরকে খেতে দেওয়া হল। قبل-পূর্বে, আগে। واتوابه-তাদেরকে দেওয়া হবে, এটা তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে। متشابها -অনুরূপ। ل-জন্য। هم-তাদের। فى-মধ্যে। فيها-এতে, এর মধ্যে। مطهرة-পাক-পবিত্র। ازواج مطهرة-সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ। هم-তারা। فيها-এতে, তাতে। وهم فيها-এবং তারা সেখানে। خالدون -চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী ও হযরত মুহাম্মাদ (স) কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করে আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্য চির শান্তিময় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতের অস্বীকারকারীগণ তাদের উপাস্য দেব-দেবীসহ যেমন দোযখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে, তেমনি তাদের বিপরীত আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে মহাসুখ ও পরম শান্তি উপভোগ করবে।

এ আয়াতে জান্নাতের পরম শান্তির উদাহরণগুলোর মধ্য থেকে যেসব উপকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. তলদেশ দিয়ে প্রবাহমান ঝরণাধারা
২. বিভিন্ন ফল-মূল
৩. সতী-সাধ্বী স্ত্রী
৪. চিরকাল অবস্থান।

১. তলদেশ দিয়ে প্রবহমান ঝরণাধারা

জান্নাতে আল্লাহ ইমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের চিত্তবিনোদনে ও পিপাসা নিবারণের জন্য এমন স্বচ্ছ পানির ঝরণা সৃষ্টি করেছেন যার পানি সুশীতল, সুগন্ধময় ও সুমিষ্ট হবে।

২. বিভিন্ন ফল-মূল

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের আহারের জন্য নানা রকম ফল-মূলের ব্যবস্থা করবেন। বেহেশতে অসংখ্য ফল ও ফুলের বৃক্ষরাজি থাকবে। বেহেশতিরা যখন যা খেতে চাইবে তখন তা দেওয়া হবে। ফল-মূলের আকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ফল-মূলের অনুরূপ হবে; কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীর ফল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও স্বতন্ত্র হবে। পরিচিত ফল-মূল পরিবেশনের কারণ এই যে, অপরিচিত ফল-মূলের প্রতি মানুষের মন সহজে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশেই আল্লাহ জান্নাতবাসীদের সামনে পরিচিত ফল-ফলাদি পরিবেশন করতে বলবেন।

৩. পবিত্র ও সতী সাধ্বী স্ত্রী

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের প্রশান্তির জন্য সঙ্গী প্রদান করবেন। বেহেশতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত নির্মল ও পবিত্র হবে। কোনরূপ গোলমাল ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না। পৃথিবীতে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সত্যপন্থী হয় তবে বেহেশতেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করবে।

৪. চিরস্থায়ী অবস্থান

ইমানদার নর-নারী জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবেন। কারণ আনন্দ যদি স্থায়িভাবে উপভোগ করার নিশ্চয়তা না থাকে তবে মনে পরিপূর্ণ প্রশান্তি আসে না। শান্তি চলে যাওয়ার দুঃশ্চিন্তা প্রতি মুহূর্তে মনে উদিত হলে মনে পরিপূর্ণ স্বস্তি থাকে না। তাই আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন, বেহেশতে মানুষ চিরকাল অবস্থান করবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চূড়ান্তভাবে মানুষকে বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করানোর পর দুম্বা আকারের মৃত্যুকে সকলের সামনে জবাই করে ফেলা হবে, যাতে জান্নাতীদের মনে মৃত্যুভয় এবং জাহান্নামীদের মনে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশা সৃষ্টি হতে না হয়।

সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে-

১. দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য ইমান আনা জরুরি।
২. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তার নাযিলকৃত কুরআনকে জীবন বিধান রূপে গ্রহণ করতে হবে।
৩. সৎ কর্মমূলক জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	জান্নাতেরর নিয়মতরাজির বর্ণনা দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'কুদু' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) জ্বালানী (খ) কাঠ
(গ) আগুন (ঘ) পানি।

২। ২৪ নং আয়াতটি কী ধরনের ?

i. আল্লাহর মু'জিযা ii. আল্লাহর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী
iii. আল্লাহর চ্যালেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. 'হিজারাতুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) রড (খ) পাথর
(গ) কয়লা (ঘ)কাঠ

৪.'ছালিহাত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সৎকর্ম (খ) অসৎ কর্ম
(গ) নিজের ইচ্ছামত কাজ (ঘ) পরের ইচ্ছামত কাজ

৫। জান্নাতের উপকরণের মধ্যে রয়েছে -

i. জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহমান ঝরণাধারা
ii.বিভিন্ন ফলমূল
iii. সতী-সাধ্বী স্ত্রী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা মুবারক জুমু'আর বয়ানে বলেন- যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক ধর্মগ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আল-কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই অবিকৃত অবস্থায় টিকে থাকেনি। আল-কুরআন সম্পর্কেও কাফিরদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই এ গ্রন্থের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় চ্যালেঞ্জ করা করা হয়েছে। কুরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ তাতে সফল হয়নি। বস্তুত কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কুরআন রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই আজ কুরআনের শিক্ষা ও প্রচার বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

ক. কুরআনের চিরন্তনতার ব্যাপারে কাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল ? ১

খ. 'মানুষ ও পাথর হবে জাহান্নামের জ্বালানি' -ব্যাখ্যা করুন । ২

গ. ২৫ নং আয়াতের আলোকে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরুন । ৩

ঘ. জান্নাত কাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাসস্থল ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-১৪: আয়াত নং ২৬ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের অনুবাদ,ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মশা, উদাহরণ, হক, ফাসিক, কুফরি।

(২৬)إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

অনুবাদ

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়েও তুচ্ছ কোন বস্তুর উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ইমান এনেছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। কিন্তু যারা কুফরি করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ কি উদ্দেশে এ উপমা পেশ করেছেন? এটা দ্বারা তিনি অনেককেই পথভ্রষ্ট করেন এবং আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি ফাসিকগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও বিপথগামী করেন না।

শব্দার্থ

ان الله-নিশ্চয়ই আল্লাহ। لا-না। يستحى-লজ্জাবোধ করেন। ان الله لا يستحى-নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। يضرب- বর্ণনা করতে। مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। بعوضة -মশা। فما فوقها-কিংবা এর চেয়ে উপরের (তুচ্ছ)। و-সুতরাং। الذين-যারা। فاما الذين-সুতরাং যারা। امنوا-ইমান এনেছে। فيعلمون-সুতরাং তারা জানে। رب-প্রতিপালক। هم-তাদের। من ربهم-তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। و-এবং। كفروا-কুফুরি করেছে, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। فيقولون-অতঃপর তারা বলে। بهذا-সে কি জিনিস? اراد-ইচ্ছা করেছেন। به-এটা দ্বারা। مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। ماذا اراد الله بهذا - আল্লাহ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন? কি উদ্দেশে আল্লাহ এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন? يضل- ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন। كثير-বহুসংখ্যক, অনেক। يهدى-সৎপথ দেখান। ما-না। يضل-ভ্রষ্ট করেন এটা দ্বারা। كثير-বরং। فاسقون-ফাসিকগণ। الاالفاسقين -বরং ফাসিকদেরকে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণির উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশের প্রকৃত কারণ ও নিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মশা, মাছি ও মাকড়সার ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এরূপ তুচ্ছ কীট-পতঙ্গের উল্লেখ থাকায় কাফির-মুশরিকগণ বিদ্রূপ করে বলাবলি করত যে, মুসলিমদের আল্লাহ, নবী এবং ধর্মগ্রন্থের অবস্থা দেখ। তাদের ধর্মগ্রন্থ যদি উঁচু স্তরের হত তবে মশা-মাছির ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসের উপমা থাকত না। তাদের ধারণা, এ সমস্ত জিনিসের উপমা আল্লাহর কালামে বেমানান। সুতরাং যে ধরনের কালামে এ সমস্ত নিকৃষ্ট জিনিসের উদাহরণ রয়েছে তা কখনও আল্লাহর বাণী হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে এ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

বাস্তব জীবনে শিক্ষা

এ আয়াত থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল :

১. আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। ছোট-বড় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম সবকিছুই তিনি কোন না কোন মহৎ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে নিরর্থক বলে কিছু নেই।
২. আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি উপমা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত খুবই তাৎপর্যময় এবং কল্যাণে ভরপুর।
৩. যাদেরকে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন তারা সাফল্যময় জীবনের অধিকারী এবং তারাই মুসলিম।
৪. আর যাদেরকে তা বুঝবার ক্ষমতা দেননি, তারা ব্যর্থময় জীবনের অধিকারী এবং তাদের জীবনাচার বক্রতায় ভরপুর।
৫. এদের জীবনে কোন উন্নতি ও সফলতা নেই। কারণ এরা সীমালঙ্ঘনকারী ও পথভ্রষ্ট এদের পরিণাম ভয়াবহ।
৬. এরা মূর্খ। কেননা এরা এদের জীবন, জগত পরিণাম সম্পর্কে জানে না।
৭. এরা তাই সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে না বুঝে মূর্খের মত ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কুৎসা রটনা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে।
৮. সত্য-সুন্দরের অনুসারীরা হচ্ছে মুমিন। এরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত সব কিছু গ্রহণ করে।
৯. পক্ষান্তরে ফাসিকদের মন-মানসিকতা সব সময় বক্রতায় ভরা। এরা বিভ্রান্ত ও পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকতেই ভালোসে। তাই এরা আল্লাহর বাণীর মধ্যে খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবং তার কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তা না করে অপপ্রচারে লিপ্ত থাকে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন, বলেন, করতে বলেন, নিষেধ করেন তার সবকিছুই তাৎপর্যময় আর তা মানুষের জন্য কল্যাণকর।
আল্লাহর বাণী ও বিধান চিরসত্য। আল-কুরআনের প্রতিটি বাণী, বিষয়, বক্তব্য, মর্ম, উদ্দেশ্য, চিরসত্য, চিরকল্যাণকর। এর মধ্যে কোন কিছুই অসত্য ও অকল্যাণকর নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'ফাসিকদের মন মানসিকতা সবসময় বক্রতায় ভরা'- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'বাউদাতান' (بَعُوضَة) শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ইঁদুর (খ) তেলাপোকা
(গ) টিকটিকি (ঘ) মশা-মাছি

২. 'ইউদিল্লু' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সুপথে পরিচালিত করেন (খ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন
(গ) সোজা পথে পরিচালিত করেন (ঘ)উচু পথে পরিচালিত করেন

২. 'ইয়াহ্দী' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সৎপথ দেখান (খ) ভ্রান্ত পথ দেখান
(গ) সোজা পথ দেখান (ঘ) নীচু পথ দেখান

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক জনাব আবুল কাসিম বলেন- আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেন তার সবকিছুতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ মহাবিশ্বের ছোট-বড় সবই আল্লাহর সৃষ্টি। কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। কোন কিছু সৃষ্টি করার সাধ্য কারও নেই। তাই ছোট-বড়, ক্ষুদ্র কিংবা বিশাল যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে তার পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষ তা বুঝে না।

ক. ফাসিক কী ? ১

খ. 'আল্লাহ তা'আলা তুচ্ছ কোন বস্তু দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না' ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. পবিত্র কুরআনে মশা-মাছি দ্বারা উদাহরণ পেশ করার কারণে কাফির-মুশরিকরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল ? ৩

ঘ. উল্লিখিত আয়াত নাযিলের কারণ বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। ক

পাঠ-১৫: আয়াত নং ২৭ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৭ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফাসিক, নাফরমান, আহদ, মীসাক, আলমে আরওয়াহ, পরোওয়ারদিগার।

(٢٩)الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অনুবাদ

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথবিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

শব্দার্থ

الذين- যারা। ينقضون-ভঙ্গ করে। عهدالله-আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা। من-থেকে। بعد-পরে। بعد ميثاقه -সুদৃঢ় হওয়ার পর। يقطعون-তারা ছিন্ন করে। ما-যা। ما امر الله-আল্লাহ যা আদেশ করেছেন। به-তার সাথে। يفسدون-(তারা) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। هم-তারাই। خسرون-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফাসিক ও নাফরমান লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে;

(২) যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং

(৩) পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা 'আলমে আরওয়াহ' বা আত্মার জগতে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হবে তাদের সবার আত্মা বের করেছিলেন এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাকশক্তি দিয়ে সবার নিকট থেকে আল্লাহর একত্ব ও আনুগত্যের ওয়াদা নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" (সূরা আরাফ-৭ : ১৭২)

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করে বলেছিলেন-

قَالُوْا بَلٰى

'তারা বলল, হাঁ, হে আমাদের প্রতি পালক।' (সূরা আরাফ-৭ : ১৭২)

আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা ভঙ্গের দ্বারা ঐ প্রতিশ্রুতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শরীআত ঘোষিত যে সব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা ও ছিন্ন করা যেমন আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি হিসেবে মনিব ও দাসত্বের যে সম্পর্ক রয়েছে তা অক্ষুণ্ন না রাখা। অক্ষুণ্ন না রাখা, তাদের অধিকার ও সম্মান না করা, সালাম না দেওয়া ও আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় না করা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করা

জনগণের অধিকার খর্ব করা, তাদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করা, কাউকে অপদস্থ করা, হক নষ্ট করা, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা। কুফরির কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাঁর প্রতি হিংসা করা এবং মুসলিমদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে অভ্যন্তরীণ কলহ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা।

عهد (আহদুন) শব্দের অর্থ হল রাজকীয় ফরমান। রাজা বা সম্রাট তার কর্মচারী ও প্রজাদের নামে যে নির্দেশ জারি করেন আরবি ভাষায় তাকেই আহদুন (عهد) বলা হয়। এই ফরমান যথাযথভাবে পালন করা অধীনস্থ প্রজাসাধারণের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কুরআনে উল্লিখিত ও 'আহদুন' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর 'আহদ' অর্থ তাঁর সেই স্থায়ী ও মহান ফরমান যাতে গোটা মানব জাতিকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগি, আনুগত্য অনুসরণ এবং ইবাদাত-বন্দেগি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ

"সুদৃঢ়রূপে বেঁধে নেওয়ার পর।" (সূরা বাকারা-২ : ২৭)

এ বাক্য দ্বারা হযরত আদম (আ) ও সৃষ্টির সময় সমগ্র মানব জাতির নিকট থেকে একমাত্র আল্লাহর ফরমান পালনের যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল, তা বুঝানো হয়েছে। সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে এ প্রতিশ্রুতির ও ফরমানের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আয়াতের পর্যালোচনা হতে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল :

১. ফিসক জঘন্যতম চারিত্রিক দোষ। কাফির-নাস্তিক, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপাচারে লিপ্ত সবাই এ শ্রেণিভুক্ত।
২. এরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যাবতীয় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।
৩. এরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে।
৪. আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্ব ও একত্ববাদ অস্বীকার করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে।
৫. ফাসিকরা সকল নবী-রাসূলের আনীত জীবন বিধানকে অস্বীকার করে।
৬. এরা কুরআনের বিধি-বিধান সত্য বলে জেনেও তা অস্বীকার ও অমান্য করে।
৭. এরা পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্বকে অমান্য করে।
৮. এরা খোদ্রাদ্রোহিতায় লিপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।
৯. এরা ঈমানের দাবিতে গড়ে ওঠা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথিবীতে গোলযোগ ও অরাজকতা সৃষ্টি করে।
১০. এরা পৃথিবীতে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে নিয়ে তা পৃথিবীতে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

এগিয়ে আসা প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	‘আলমে আরওয়াহ’ এ কী প্রতিশ্রুতি আমরা সকলে দিয়েছিলাম তা উল্লেখ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘ইয়ানকুদুনা’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ভঙ্গ করে (খ) রক্ষা করে
(গ)ওয়াদা করে (ঘ) বাতিল করে

২. ‘ইয়াকতাউনা’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বাতিল করে (খ) ছিন্ন করে
(গ) সোজা করে (ঘ)বাঁকা করে

৩. ‘ইউফসিদুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শান্তি স্থাপন করে (খ) শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে
(গ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (ঘ) সহযোগিতা করে

৪. ‘ফাসিক’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সত্যত্যগী (খ) ওয়াদা রক্ষা কারী
(গ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারী (ঘ) শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কারী

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

এক সময় মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে মানুষের অস্তিত্ব দান করেন। কিন্তু সেই মানুষ এক সময় এতটাই অকৃতজ্ঞ হয় যে, তারা আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে যায়। এর ফলে তারা পৃথিবীতে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও আখিরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে।

ক. ‘আহদুন’ কী ? ১
খ. আয়াতে বর্ণিত ফাসিকদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। ২
গ. আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মানুষ থেকে কোথায় ও কিসের ওয়াদা নিয়েছিলেন ? ৩
ঘ. ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি সূরা বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

জনাব আসগর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি ঢাকায় বসবাস করেন। নিজের প্রয়োজেনে কখনো কখনো গ্রামের বাড়িতে যান। কিন্তু নির্বাচনের সময় তিনি এলাকায় থাকেন। গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে জনগণের সুখ-দুঃখের খবর নেন। এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনে জয়ী তিনি হওয়ার পর গ্রামের খবর রাখেন না।

ক. সম্পর্ক ছিন্ন করা বলতে কী বুঝায় ? ১

খ. মুত্তাকী কাকে বলে ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. জনাব আলী আসগরের কর্মকাণ্ড কাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? ৩

ঘ. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষ থেকে কোথায় একং কিসের ওয়াদা নিয়েছিলেন ? - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ-১৬: আয়াত নং ২৮ ও ২৯ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যথ্যা করতে পারবেন;
- এ সূরার ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৃত্যুদান, হাশর, হিসাব-নিকাশ।

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অনুবাদ

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরি করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন জীবিত তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তোমাদের মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। পরিণামে তাঁর নিকটেই তোমাদেরকে ফিরানো হবে।

শব্দার্থ

كيف- কিভাবে, কিরূপে। تكفرون-তোমরা কুফরি কর, আল্লাহকে অস্বীকার কর। بالله-আল্লাহর সাথে। و-এবং, অথচ। كنتم-তোমরা ছিলে। امواتا-মৃত। ثم-অতঃপর। يحييكم-জীবন দান করলেন। ثم يحييكم-অতঃপর তোমাদের জীবন দান করলেন। ثم-পুনরায়, আবার। ثم اليه ترجعون-আবার তোমাদেরকে তার নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করার জন্য সুস্পষ্ট যুক্তি পেশকরে কাফির ও মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা কিসের ভিত্তিতে, কোন যুক্তিতে আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা ভুলে তাঁর বিরোধিতা করছ এবং অন্যকে উপাস্য ও মাবুদ স্বীকার করছ? অথচ তিনিই যে তোমাদের একমাত্র মাবুদ এবং আনুগত্যের অধিকারী। যেমন- তোমরা কিছুই ছিলে না, দেহে প্রাণ সঞ্চার করার পূর্বে তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তোমরা ছিলে সম্পূর্ণ নির্জীব। তিনিই তোমাদের প্রাণ দান করে সঞ্জীবিত করেছেন। পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভের মাধ্যমে তোমাদের পৃথিবীতে আনয়ন করা হয়েছ ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করলে। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন।

মৃত্যুর পর আবার হিসাব-নিকাশের জন্য আবার তাঁর কাছেই তোমরা সমবেত হবে। তোমাদের জীবনের উপরিউক্ত অবস্থাগুলোর কোন একটাও কি তোমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় কিংবা তোমাদের দেব-দেবীদের সহায়তায় ঘটেছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তোমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় কেন এবং কি করে তাঁর বিরোধিতা করছ, সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকবান প্রত্যেকটি হৃদয় অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে।

২৮ নং আয়াতের বিশ্লেষণ হতে আমরা যে মূল শিক্ষা পাচ্ছি তা হচ্ছে–

(ক) আল্লাহ মানুষকে অফুরন্ত করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
(খ) মানুষ প্রথমাবস্থায় ছিল নিস্প্রাণ।
(গ) আল্লাহ তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।
(ঘ) আল্লাহ মানুষকে মৃত্যু ঘটিয়ে অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যাবেন।
(ঙ) বিচারের জন্য পুনর্জীবিত করবেন।
(চ) তারপর সকলকেই তাঁর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।
(ছ) অতএব কখনই আল্লাহর অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়।

(٢٩)هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অনুবাদ

২৯. তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করেন এবং তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবগত।

শব্দার্থ

هو-সে, তিনি। الذى-যে, যিনি। خلق-সৃষ্টি করেছেন। لكم-তোমাদের জন্য। هو الذى خلق لكم-তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। ما-যা। فى-মধ্যে। الارض-পৃথিবী। مافى الارض-যা পৃথিবীতে আছে। ما فى الارض جميعا-পৃথিবীতে যা আছে তার সবকিছু। ثم- তারপর, আবার। استوى-লক্ষ করলেন, মনোযোগ দিলেন। الى-দিকে, প্রতি। سموت-আকাশ। الى السماء-আকাশের দিকে। سوهن- তাদের বিন্যস্ত করলেন। سبع-সাত। سموت-আকাশসমূহ। سبع سموت-সাত আকাশ। هو-তিনি। ب-সম্পর্কে, সাথে। كل-প্রত্যেক। شئ-বস্তু, জিনিস। عليم -সর্বজ্ঞ, বিশেষভাবে জ্ঞাত, সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহর অসীম দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হে কাফিরগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আকাশ-বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি একমাত্র তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন।কোনটি তোমাদের খাদ্য, কোনটি তোমাদের পানীয়, আবার কোনটি তোমাদের চোখের আরামদায়ক। অতএব দাতার দানসমূহ স্বীকারপূর্বক তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর সাধারণ ও বিশিষ্ট নিআমতসমূহ স্মরণ করে দিয়েছেন।

'সাতটি আকাশ' বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। প্রত্যেক যুগেই মানুষ আকাশ বা পৃথিবী বহির্ভূত জগৎ সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ বা ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদ পেশ করেছে এবং পরবর্তী যুগে আবার তা পরিবর্তিতও হয়ে গেছে। সুতরাং কোন মতবাদের ওপর ভিত্তি করে কুরআনের এ কথার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে না। তবে সাতটি আকাশ বিন্যস্ত করার অর্থ এই যে, পৃথিবী ব্যতীত আরও যে বিরাট জগৎ রয়েছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিন্যস্ত করে রেখেছেন।

'তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবগত'- এ বাক্যাংশ দ্বারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে। প্রথমত এই যে, তোমরা সেই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কর যিনি তোমাদের সকল কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল

এবং যার দৃষ্টি থেকে তোমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ এমনকি মনের কল্পনাও অদৃশ্য নয়। আর দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনিই মূলত সকল জ্ঞানের উৎস। সুতরাং তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়ে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। বরং এটা চরম ক্ষতিকর।

তাফসীরে আশরাফীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রথমে মহান আল্লাহ জমিনের মৌল পদার্থ সৃষ্টি করেছেন এবং তা পৃথিবীর বর্তমান আকৃতিতে আসার পূর্বেই আকাশের মৌল পদার্থ সৃষ্টি করেন- যা প্রাথমিক অবস্থায় ধোঁয়ার আকারে ছিল। অতঃপর পৃথিবীকে বর্তমান আকার দান করে তাতে গাছ, পালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। অতএব এ ব্যাখ্যার পর আর কোন মতানৈক্য থাকে না।

তিনি সকল বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান রাখেন। কেননা তিনিই সকলের স্রষ্টা, সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক। কাজেই মানুষের উচিত তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই ইবাদাত ও আনুগত্য করে জীবনকে সার্থক করে তোলা।

এ আয়াতের পর্যালোচনায় আমরা যে সব শিক্ষা পাই তা হলো–

১. মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন একক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক।

২. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং প্রতিনিধি।

৩. মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. কাজেই মানুষ কোন সৃষ্ট বস্তুর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে না বা তার মাথা কোন সৃষ্টি বস্তুর কাছে নত করবে না।

৫. মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'আলা মহাবিশ্বের আকাশমণ্ডলের স্রষ্টা এবং তিনিই তা সুবিন্যস্ত করেছেন। এতে অপর কারো হাত নেই।

সারসংক্ষেপ

তিনি সকল সৃষ্টিলোক সম্পর্কে অবহিত। তাঁর জ্ঞানের ও কর্তৃত্বের বাইরে কিছুই নেই।
কাজেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করা বা অমান্য করা কারো উচিত নয়। তাঁরই ইবাদাত করা এবং তাঁরই বিধানমত জীবন পরিচালনা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'এক আল্লাহই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক' -প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'আমওয়াত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মৃত (খ) জীবিত
(গ)অর্ধ মৃত (ঘ) অসুস্থ

২. 'ইয়ুহয়িকুম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মৃত ঘোষণা করলেন (খ) জীবন দান করলেন
(গ) সোজা করলেন (ঘ) বাঁকা করলেন

২. 'তুরজাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পুষিয়ে দেওয়া হবে (খ) দিয়ে দেওয়া হবে
(গ) ফিরিয়ে নেয়া হবে (ঘ) অর্পণ করা হবে

৪. 'জামিয়া' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সবকিছু (খ) অল্প
(গ) অর্ধেক (ঘ) বেশির ভাগ

৪. আল্লাহ আকাশকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন ?

(ক) ৫টি স্তরে (খ) ৭টি স্তরে
(গ) ৯ টি স্তরে (ঘ) ১১ টি স্তরে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জিসান ও রিয়াজ দুই বন্ধু। কলেজ ছুটির সময় তারা উভয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। চাঁদনি রাতে তারা সমুদ্রের তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউ, দূরের গাছ-পালার সৌন্দর্য ও ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করছিল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জিসান বলল, এসবই মহান আল্লাহর দান। রিয়াজ বলল, এসব হল প্রকৃতির দান।

ক. কুফর কী ? ১
খ. 'আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. আল্লাহ কীভাবে প্রাণহীন মানুষকে প্রাণদান করেছেন ? ৩
ঘ. জিসানের উক্তি 'এসবই মহান আল্লাহর দান' - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ৭টি

পাঠ-১৭: আয়াত নং ৩০ ও ৩১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩০ ও ৩১ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- আয়াত নং ৩০ ও ৩১-এর শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফেরেশতা, পৃথিবী, খলিফা, রক্তপাত, হামদ্, তাসবীহ, পবিত্রতা, ঘোষণা।

(৩০)وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদ

৩০. বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قال-বলল। رب-প্রতিপালক। انى-নিশ্চয় আমি। جاعل-করতে যাচ্ছি। فى الارض-পৃথিবীতে। خليفة-প্রতিনিধি। قالوا-তারা বলল। أ-কি? تجعل-আপনি করবেন। فيها-সেখানে। اتجعل فيها- আপনি কি সেখানে করবেন? يفسد- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। فى-মধ্যে। ها-তা, এটি। فيها-তার মধ্যে, এর মধ্যে। يسفك- প্রবাহিত করবে। دم-রক্ত। نحن-আমরা। نسبح-আমরা গুণকীর্তন করছি। لك-তোমার জন্য। قال-তিনি বললেন। انى-নিশ্চয় আমি। اعلم-(আমি) জানি। ما-যা। لا-না। تعلمون-তোমরা জান। مالاتعلمون-যা তোমরা জান না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্যের কথা বর্ণনা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ শুধু একটি সৃষ্টি হিসেবেই সৃষ্টি করেননি, বরং আল্লাহ প্রতিনিধিত্বের বিরল সম্মান দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহত্বের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও বিশ্ব প্রকৃতিতে তাঁর অবস্থানের কথাও সঠিকভাবে বলে দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা মানব জাতির ইতিহাসের এমন এক অধ্যায় উন্মুক্ত করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন উপায় মানুষের জানা ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের নিকট পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন তখন ফেরেশতারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আরয করলেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা মারামারি, হানাহানি ও ঝগড়া-বিবাদ করবে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ফেরেশতাদের এ বক্তব্য তাদের আপত্তি নয়। কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর কোন অধিকার কারও নেই। সুতরাং এটা তাদের প্রকৃত ব্যাপার জানবার প্রবল আগ্রহ মাত্র। ফেরেশতাদের এ উক্তির পেছনে যুক্তিও ছিল। কারণ, মানব সৃষ্টির পূর্বে যাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছিল তারা সকলেই বিশেষ করে 'জিন' জাতি মারামারি ও হানাহানি করে ভীষণ অঘটন ঘটিয়েছিল। এসব জাতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও তাদের পরিণতি

ফেরেশতাদের চোখের সামনেই ঘটেছিল। সুতরাং আগত জাতি সম্পর্কে তাদের এ জিজ্ঞাসা অযৌক্তিক ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের এ অনুসন্ধিৎসার প্রেক্ষিতে জানিয়েছিলেন যে, খলিফা নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আমি জানি, তোমরা এটি বুঝতে পারবে না। কারণ শুধু ইবাদাত-বন্দেগির জন্যই মানুষ সৃষ্টি করা হবে না। দুনিয়া আবাদ এবং সৃষ্টিকুলের শাসনকার্য পরিচালনা করাও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

(৩১) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অনুবাদ

৩১. আর তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম (জ্ঞান) শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। অতঃপর বললেন, এসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শব্দার্থ

و-এবং। علم-শিখালেন, শিক্ষা দিলেন। ادم-হযরত আদম (আ)। الاسماء-নামসমূহ। كلها-সব। ثم-অতঃপর, পুনরায়, আবার। عرض-পেশ করলেন। هم-তাদের। على-নিকট, প্রতি, ওপর। ثم عرضهم-অতঃপর এগুলো সামনে পেশ করলেন। ملئكة-ফেরেশতাসমূহ (ملك বহুবচন)। على الملئكة-ফেরেশতাদের নিকট। فقال -এবং বললেন। انبئونى-আমাকে বল। هؤلاء-এগুলোর। انبئونى باسماء هؤلاء-আমাকে এগুলোর নাম বল।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ)-কে নিছক একটি সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

- আর খিলাফতের গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সমগ্র বস্তু ও বিষয় অবহিত হওয়া। অন্যথায় খিলাফতের মতো এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।
- কাজেই মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে সমগ্র বস্তুর নাম, গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে খলীফার যোগ্য করে তোলেন।
- আর ফেরেশতাদের স্বভাব প্রকৃতি এমন যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনের এবং যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান লাভের যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা তাদের দেননি।
- তাই আল্লাহ আদম (আ)- কে সমস্ত বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও তথ্যাদি শিক্ষা দিলেন। কারণ মানুষ বস্তুর নামের সাহায্যেই সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করে থাকে। মানুষের জ্ঞান লাভের এটাই মাধ্যম। মূলত মানুষের সমস্ত জ্ঞান বস্তুর নামের ওপরই নির্ভরশীল। আর আদম (আ)-কে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।
- অতঃপর খলীফা হিসেবে হযরত আদম (আ)-এর যোগ্যতা ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করার উদ্দেশেই আল্লাহ বস্তুগুলোকে ফেরেশতা ও আদম (আ)-এর সামনে উপস্থিত করে সেগুলোর নাম ও গুণাগুণ জানতে চাইলেন। ফেরেশতাগণ তখন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ বলতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। আদম (আ) সকল বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে দিলেন। তখন খলীফা হিসেবে আদম (আ)-এর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল।
- এ আয়াতের মাধ্যমে একথাই দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠলো যে, হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা সার্থক হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আমরা এ আয়াত থেকে যে শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল–

১. মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামাত ।

২. মহান আল্লাহর অজস্র নিয়ামাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামাত হল পৃথিবীতে মানুষ মহান আল্লাহর খলিফা।

৩. মানুষের সৃষ্টি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা নিরর্থক সৃষ্টি নয়।

৪. মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ।

৫. মানব প্রজন্ম সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহর মহাপরিকল্পনা রয়েছে।

৬. ফেরেশতাগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও স্তব-স্তুতিতে সদা নিমগ্ন থাকেন।

৭. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে ফেরেশতাগণ অবহিত ছিলেন না-আল্লাহ তাদেরকে সে মহাপরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আল্লাহ জানেন অন্য কেউই তা জানে না।

৮. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কাজেই তারা আল্লাহর বিধানমত চলবে এবং পৃথিবীকে পরিচালনা করবে, এবং তা বাস্তবায়ন করবে। পরামর্শ ভিত্তিক খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার শিক্ষাও এখানে রয়েছে।

৯. অতএব আমরা মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদের কাজ হবে তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং তাঁরই বিধান জীবনে বাস্তবায়িত করা। তাহলেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা' -তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'খলিফা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রতিনিধি (খ) মালিক

(গ) বার্তা বাহক (ঘ) সংবাদ বাহক

২। 'দিমাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) রস (খ) রক্ত

(গ) পুঁজ (ঘ)পানি

৩। 'হামদুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রশংসা (খ) নিন্দা

(গ) হিংসা (ঘ) বিদ্বেষ

৪। 'নুসাব্বিহ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ভালো করি (খ) নিন্দা

(গ) মন্দ করি (ঘ) আমরা গুণকীর্তন করছি

৫। পৃথিবীতে জিন জাতি যা করেছিল-

i. মারামারি

ii. কাটাকাটি

iii. বিবাদ-বিসম্বাদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

ইমরান সাহেব একজন শিল্পপতি হলেও উচ্চশিক্ষিত নন। তিনি যে প্রকল্পেই হাত দেন সেখানেই সোনা ফলে। তাঁর অধীনে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক কাজ করে। কিন্তু তাদের তেমন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তাই ইমরান সাহেব নতুন কোন প্রকল্প চালু করতে চাইলে অধীনস্ত কর্মকর্তারা নতুন প্রকল্পে ক্ষতির আশঙ্কা করে তাতে বাধা প্রদান করেন। তখন ইমরান সাহেব বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। আমার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তোমাদের তা নেই।

ক. খলিফা কী ? ১

খ. ফেরেশতাদের কাজ কী ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতাদের অভিমত কী ছিল ? ৩

ঘ. পৃথিবীতে খলিফা প্রেরণের উদ্দেশ্য কী - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-১৮: আয়াত নং ৩২, ৩৩ ও ৩৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ আয়াতের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলম, মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, আদম আ., ইবলিস, সুবাহানাকা, মালাইকা, ফেরেশতা।

(٣٢)قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অনুবাদ

৩২. তাঁরা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি মহান ও পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনিই মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

শব্দার্থ

قالوا-তারা বলল। سبحنك-আপনি মহান ও পবিত্র। لا-নেই। علم-জ্ঞান। لنا-আমাদের। لا علم لنا-আমাদের কোন জ্ঞান নেই। الا-বরং, ব্যতীত। ما-যা। علمتنا-আপনি আমাদের শিখিয়েছেন। انك-নিশ্চয় আপনি। انت-আপনি। عليم-মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। حكيم-মহাকৌশলী, বিজ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে জাগতিক বস্তুর নাম বলার ব্যাপারে ফেরেশতাদের অপারগতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে যাবতীয় বস্তুর নাম শেখালেন এবং ফেরেশতাদের কাছে তা পেশ করে তাদের নাম জানতে চাইলেন। ফেরেশতাগণ নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ! সব মহিমা আপনার। সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে একমাত্র আপনিই মুক্ত। আমরা তো কেবল ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়েছেন। একমাত্র আপনিই সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল ফেরেশতার জ্ঞান তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বায়ু সম্পর্কে নিযুক্ত ফেরেশতাদের পানি সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং মাটি সম্পর্কে নিয়োজিত ফেরেশতাদের বায়ু সম্পর্কে জ্ঞান নেই। কিন্তু মানুষের জ্ঞান যত কমই হোক না কেন সমষ্টিগতভাবে মানুষকে যে ব্যাপক জ্ঞান দান করা হয়েছে তা ফেরেশতাদের দেওয়া হয়নি।

একথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, আদম (আ) কে যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব শিখিয়ে দেওয়া এবং ফেরেশতাদের শিখিয়ে না দেওয়ার পেছনে আল্লাহর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। কেননা আদম ও ফেরেশতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা আদমকে এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি করলে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন সহজ্জ হয়। সুতরাং যাকে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সে জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষ দুনিয়ার প্রাণি তাই আল্লাহ তাকে দুনিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান দান করেছেন।

(٣٣)قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

অনুবাদ

৩৩. তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে আদম! তাদেরকে সকল নাম বলে দাও। অতঃপর যখন সে তাদেরকে এদের নাম বলে দিল তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবগত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ, নিশ্চিতভাবে আমি তাও জানি।

শব্দার্থ

قال-তিনি বললেন। يادم-হে আদম। انبئهم-তাদের বলে দাও। اسمائهم- তাদের নামসমূহ। ف-অতঃপর, যখন। انباهم-তাদের বলে দিলেন। قال-তিনি বললেন। أ-কি? لم-না। اقل-বলি। اقل لكم-আমি কি বলি নি? لكم-তোমাদের জন্য। انى-নিশ্চয় আমি। اعلم-জানি। غيب- অদৃশ্যবস্তু। سموت-আকাশসমূহ (শব্দটি سماء-এর বহুবচন)। و-এবং। ارض-পৃথিবী। غيب السموات والارض-আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু। اعلم-এবং আমি জানি। ما-যা। تبدون-তোমরা প্রকাশ কর। وما-এবং যা। تكتمون-তোমরা গোপন রাখ। وماتكتمون-এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

পূর্বোক্ত দুটি আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে খলিফা হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষে যাবতীয় জাগতিক বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিখিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার লক্ষে ফেরেশতাগণকে ঐ বস্তুগুলোর পরিচয় বর্ণনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ তা অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তারা তা জানতেন না। ফেরেশতাদের অপারগতা প্রকাশ করার পর বর্তমান আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে ঐ সমস্ত বস্তুর নাম ফেরেশতাদের বলে দেবার আদেশ দান করেন এবং হযরত আদম (আ) আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সকল বস্তুর নাম বলে দিলেন।

অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন, একথা তো আমি আগেই বলেছিলাম যে, আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত এবং তোমরা আদমের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে অভিমত পোষণ করেছিলে তাও আমার অজানা নয়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে কি কি যোগ্যতা নিহিত আছে তা তোমরা জান না এবং আমি জানি বলেই তাঁকে খিলাফতের মর্যাদায় আসীন করেছি।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দ্বারা ফেরেশতাদের জানিয়ে দিলেন যে, আমি হযরত আদম (আ) কে শুধু ক্ষমতা এবং ইখতিয়ারই দিচ্ছি না; বরং সাথে সাথে প্রচুর জ্ঞানও দিয়েছি। আদম (আ) কে খলিফা নিযুক্ত করায় তোমরা যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলে তা প্রকৃত ব্যাপারের একটি দিক মাত্র। এতে কল্যাণেরও একটি বড় দিক রয়েছে এবং কল্যাণের দিকটি বিপর্যয়ের দিক থেকে অধিকতর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৩৪) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অনুবাদ

৩৪. আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

শব্দার্থ

و-এবং। اذ-যখন। قلنا-আমরা বললাম। واذ قلنا-এবং যখন আমরা বললাম। للملئكة- ফেরেশতাদের জন্য। اسجدوا-তোমরা সিজদা কর, অবনত হও। لادم-আদমের প্রতি। ف-অতঃপর, সুতরাং। سجدوا-তারা সিজদা করল। الا-বরং, ব্যতীত। ابليس-ইবলিস, শয়তান। ابى-সে অস্বীকার করল। واستكبر-অহংকার করল। وكان-সে ছিল। من-থেকে। الكفرين-অস্বীকারকারীগণ, কাফির।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে জ্ঞানের কারণে নূরের তৈরি ফেরেশতা এবং আগুনের তৈরি জিন জাতির ওপর মাটির তৈরি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জিন ও ফেরেশতারা যখন জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় আদম (আ)-এর নিকট হেরে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সাজদা দিয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সব ফেরেশতা আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান দেখাল কিন্তু আগুনের তৈরি ইবলিস এই বলে আল্লাহর

আদেশের বিরোধিতা করল যে, আমি আগুনের তৈরি আর আদম (আ) মাটির তৈরি। সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ। আমি আদমের নিকট মাথা অবনত করতে পারব না। এ গুরুতর অপরাধের কারণে আল্লাহ ইবলিসকে চিরকালের জন্য ফেরেশতাদের নিকট থেকে বের করে দিলেন এবং তার শাস্তির জন্য দোযখ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

'এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্ভবত একাকী ইবলিসই সিজদা করতে অস্বীকার করেনি; বরং জিনদের একটি দলও হয়ত বিদ্রোহ করেছিল এবং ইবলিস তাদের নেতা ছিল, তাই তার নামই এখানে উল্লেখ হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আমরা এ আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে-

১. মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানব মানুষই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।
৩. ফেরেশতা ও জিন জাতি থেকেও মানুষ শ্রেষ্ঠ।
৪. মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।
৫. অহংকার করা কোন সৃষ্টির জন্য সমীচীন নয়। অহংকার কেবল আল্লাহর জন্য শোভন। তাই কোন অংহকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অহংকার পতনের মূল।
৬. ফেরেশতাদের সর্দার ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং অহংকারবশত মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে ফলে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।
৭. অহংকার না করে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ যাবতীয় মর্যাদা ও সফলতার চাবিকাঠি।
৮. আল্লাহর আদেশ নিষেধ তথা তাঁর বিধানমত জীবন পরিচালনা না করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।
৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যেই সৃষ্টিলোক এবং মানবজাতির মুক্তি ও সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল বিধান মেনে চলব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করুন ও পরস্পরে পর্যালোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'সুবহানাকা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আপনি মহান ও পবিত্র
(খ) আপনি রিজিকদাতা
(গ) আপনি আশ্রয়দাতা
(ঘ) আপনি বিচারক

২। 'হাকিম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মহাজ্ঞানী
(খ) মহাকৌশলী
(গ) মহানুভব
(ঘ) মহাবিচারক

৩। ‘গায়বুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) দৃশ্য　　(খ) খোলামেলা

(গ) অদৃশ্য　　(ঘ) অগোছালো

৪. ‘তুবদুনা’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা গোপন কর　　(খ) তোমরা প্রকাশ কর

(গ) তোমরা দেখাও　　(ঘ) তোমরা ভেঙ্গে ফেল

৫. ‘তাকতুমুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা গোপন কর　　(খ) তোমরা দেখাও

(গ) তোমরা প্রকাশ কর　　(ঘ) তোমরা ভেঙ্গে ফেল

৬. ‘ফেরেশতা’ কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের তৈরি　　(খ) নূরের তৈরি

(গ) সোনার তৈরি　　(ঘ) রূপার তৈরি

৭. ‘জিন’ কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের তৈরি　　(খ) নূরের তৈরি

(গ) সোনার তৈরি　　(ঘ) রূপার তৈরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আল্লাহ তা’লার নির্দেশে ফেরেশতা আদম (আ.) কে সিজদা করে। এ ঘটনা থেকে সুরুজ মিয়া ভুলবশত ধারণা করে যে, হয়তবা মানুষকেও সিজদা করা যায়। তাই সুরুজ মিয়া নিজের বাবা-মা এমনকি নিজের পীর ওস্তাদদেরও সিজদা করতে আরম্ভ করলেন। সুরুজ মিয়াকে লক্ষ করে তার বন্ধু আতিক বলল, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যায় না।

ক. সিজদা কী ? ১

খ. ‘তিনি বললেন, হে আদম ! তাদেরকে এসবের নাম বলে দাও’ ব্যাখ্যা করুন ২

গ. সুরুজ মিয়ার কর্মকান্ডকে কোন অপরাধের সাথে তুলনা করা যায় ? ৩

ঘ. মানুষ, ফেরেশতা ও জিন জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ ৬। খ ৭। ক

পাঠ-১৯: আয়াত নং ৩৫, ৩৬, ৩৭, -এর অনুবাদ, ব্যখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩৫, ৩৬, ৩৭ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের বক্তব্য থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আদম ও হাওয়া আ, জান্নাত, বৃক্ষ, শয়তান।

(৩৫)وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ

৩৫. আর আমি (আল্লাহ) বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। এবং যেখানে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার কর। কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হইও না, হলে তোমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

শব্দার্থ

و-এবং। قلنا-আমরা বললাম। يادم-হে আদম (আ)। اسكن-বসবাস কর। انت-তুমি। زوجك-তোমার স্ত্রী। جنة - বেহেশত। لا-না। تقربا-কাছে যাও দুজনে। لا تقربا-এবং দু'জনে কাছে যেও না। هذا-এই। الشجرة-গাছটি। هذه السجرة-এ গাছটি। ف-তাহলে। تكونا-তোমরা (দুজন) হয়ে যাবে। من الظلمين-যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। وكلا-এবং খাও, আহার কর। منها-তা থেকে। رغدا-তৃপ্তি সহকারে। حيث-যেভাবে। شئتما-তোমরা দুজনে চাও।

টীকা :

ظلم-(যুলমুন) শব্দের অর্থ হল যেখানে যে জিনিস রাখা দরকার তা সেখানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা এবং কারও অধিকার হরণ করা। আর যে ব্যক্তি এরূপ কর্ম করে তাকে বলা হয় যালিম। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে তিনটি বড় বড় অধিকার হরণ করে থাকে। যেমন-

(১) আল্লাহর অধিকার,

(২) যে সব জিনিস সে ব্যবহার করে সে সবের অধিকার এবং

(৩) নিজের অধিকার হরণ করে।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'পাপ' কে 'যুলুম' এবং পাপীকে 'যালিম' বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ)-এর প্রতি বেহেশতে অবস্থানের নির্দেশ ও কতিপয় প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধের কথা উল্লেখ করেছেন। হজরত আদম (আ) কে সিজদা করার নির্দেশ অমান্য করার কারণে শয়তান বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয় এবং হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ) সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে বললেন, তোমরা নির্ভয়ে এবং সুখ-শান্তিতে এখানে বসবাস করতে থাক এবং মনের আনন্দে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াও, যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ গাছটির ফল খাওয়া তো দূরের কথা, কখনও এর ধারে-কাছেও যাবে না। যদি এ আদেশ অমান্য কর তবে নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তাঁরা

আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে সেই নিষিদ্ধ গাছটির ফল খেয়ে ফেললেন। এ ভুলের কারণে আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন।
যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তার নাম সম্পর্কে তাফসীরকারকদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ওটাকে 'গন্ধম' ফল বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩৬)فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

অনুবাদ

৩৬. অতঃপর শয়তান এ থেকে তাদের পদস্থলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল। আর আমি বললাম, তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।

শব্দার্থ

فازل-অতঃপর পদস্খলন ঘটাল। هما-তাদের উভয়ের। فازلهما-অতঃপর তাদের উভয়ের পদস্খল ঘটাল। عنها-তা থেকে। فاخرج-অতঃপর বের করল। هم-তাদের উভয়কে। عنها-সেখান থেকে। كانا-তারা (উভয়ে) ছিল। مما كانافيه-যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে। قلنا-আমরা বললাম। اهبطوا-তোমরা নেমে যাও। بعضكم لبعض-তোমরা একে অপরের জন্য। عدو-দুশমন। بعضكم لبعض عدو-তোমরা একে অপরের দুশমন। ولكم-এবং তোমাদের জন্য। فى الارض-পৃথিবীতে। مستقر-অবস্থান স্থল। متاع-সম্পদ জীবিকায়। الى-পর্যন্ত। حين- একটি নির্দিষ্ট সময়। الى حين-একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) কে সিজদা না করার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে তাঁর রহমত ও জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলেন এবং আদম (আ) ও হাওয়া (রা) কে জান্নাতে স্থান দান করলেন। তাঁরা পরম সুখে জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন। শয়তান তাঁদের সুখ-শান্তি দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগল এবং কি করে তাঁদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করা যায় তার চিন্তায় মশগুল হল।
শয়তান যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) কে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন তখন সে বুঝতে পারল যে, যে করেই হোক এ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে পারলেই ওদের সর্বনাশ করা যাবে। শয়তান সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। একবার সে হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) কে বেহেশতে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি এক দরবেশের বেশ ধারণপূর্বক রাস্তায় বসে কাঁদতে শুরু করে। হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) তার ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে সে বলল, আমি তোমাদের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করেই কাঁদছি। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বেহেশতের এ সুখ বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না। অচিরেই তোমাদের মৃত্যু হবে। আদম (আ) ও হাওয়া (রা) তার এ কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ও ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শয়তান যখন বুঝল যে, তার কথায় কাজ হয়েছে তখন তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলল আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদের কল্যাণ সাধনই আমার জীবনের পরম লক্ষ। তোমরা যদি ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও তবেই তোমরা অমর হয়ে যাবে এবং বেহেশতে চিরকাল অবস্থান করতে পারবে। হজরত আদম (আ) প্রথমে ফল খেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন; কিন্তু শয়তানের বার বার আল্লাহর নামে কসম খাওয়া দেখে একটু নরম হয়ে গেলেন। তার ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। এরপর তাঁদের দেহ থেকে বেহেশতী লেবাস খসে পড়ল। তাঁরা লজ্জা অনুভব করলেন এবং গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল যে, তোমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বেহেশতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। অতএব তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও এবং সেখানে একে অপরের দুশমন অর্থাৎ শয়তান মানুষের চরম শত্রুরূপে বসবাস করতে থাক। তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাস করবে। যদি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে আমার হুকুম অনুযায়ী সৎভাবে জীবন যাপন করতে পার তবে

পুনরায় এ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে, নতুবা দোযখের কঠিন আযাব তোমাদের জন্য অবধারিত। অতঃপর তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হল।

(٣٧) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ

৩৭. অতঃপর আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখলেন এবং আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।

শব্দার্থ

فتلقى-অতঃপর তিনি শিখলেন । ادم- আদম (আ)। من-থেকে। من ربه-তাঁর প্রভুর নিকট থেকে। ف-অতঃপর। فتلقى-আদম (আ) শিখে নিলেন। كلمت-বাক্যসমূহ, কতিপয় বাক্য। فتاب-অতঃপর তিনি (আল্লাহ) দয়াপরবশ হলেন, তাওবা কবুল করলেন। عليه-তার প্রতি, তার ওপর। ان-নিশ্চয়। ه-তিনি। انه-নিশ্চয় তিনি। التواب-অত্যন্ত ক্ষমাশীল। الرحيم-পরম দয়াবান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় এসে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট ঐকান্তিকভাবে ক্ষমা কামনা করছিলেন। কিন্তু কিভাবে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তার ভাষা ও পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য কতিপয় বাক্য ও প্রার্থনানীতি শিখিয়ে দিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ আদম (আ)-কে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন তা হলো-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ-৭:২৩)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি করুণা করলেন এবং তাঁদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। কেননা নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল এবং অতীব মেহেরবান।

'ফা-তাবা আলাইহি'- এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাওবা-এর অর্থ : ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। তাওবার সম্বন্ধ যখন মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হয় তিনটি বস্তুর সমষ্টি। যথা :

(ক) কৃত পাপের স্বীকৃতি এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

(খ) পাপ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।

(গ) ভবিষ্যতে আর এরূপ না করার সংকল্প করা।

এ আয়াতের মূল শিক্ষা হল বান্দা নিজের ভুল স্বীকার করে কৃত পাপ থেকে বিরত হলে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করেন এবং মুক্তি ও রহমত দান করেন।

সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে যে সব শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হল:

১. আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।
২. আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সস্ত্রীক জান্নাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।
৩. আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী অহংকারী শয়তানকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেন।
৪. আল্লাহর আদেশ অমান্য করা কারও জন্যই মঙ্গলদায়ক নয়। তাই আদম (আ) ও হাওয়া (রা) কে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আসতে হয়।
৫. আদম (আ) ও হাওয়া (রা) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করেন।
৬. শয়তান মানব জাতির চরম দুশমন।
৭. শয়তান সব সময় মানব জাতিকে আল্লাহর বিধান অমান্য করার ব্যাপারে প্ররোচনা দিতে থাকবে। তাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।
৮. পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই পৃথিবীর মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া কারো জন্যই মঙ্গলদায়ক নয়।
৯. পৃথিবীর জীবন সীমিত সময়ের জন্য। পৃথিবীর জীবনের পর মানুষকে অনন্ত জীবনে যেতে হবে। সেটা মানুষের আসল জীবন। সে জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতাই মানুষের প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা। তাই দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাত জীবনের কথা ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়।
১০. সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলব, শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করব। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবনকে তুচ্ছ মনে করে আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য ইমান ও আমলী জিন্দেগী গড়ে তুলব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর পৃথিবীতে আগমনের ইতিহাস লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. যে আল্লাহর নাফরমানি করে সে বড় বড় কয়টি অধিকার হরণ করে ?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

২. আদম ও হাওয়া (আ) আল্লাহ তা'আলা কোথায় বসবাসের আদেশ দেন ?
(ক) পৃথিবীতে (খ) জান্নাতে
(গ) মঙ্গল গ্রহে (ঘ) চতুর্থ আসমানে

৩. আদম (আ) ও হাওয় (আ) আল্লাহ কিসের কিসের কাছে যেতে নিষেধ করেন ?
(ক) জাহান্নামের (খ) জান্নাতের
(গ) একটি গাছের (ঘ) শয়তানের

৪. আদমকে সিজদা না করার অপরাধে কাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয় ?
(ক) হাওয়া (আ) কে (খ) মানুষকে
(গ) শয়তানকে (ঘ) ফেরেশতাদেরকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
আদম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করলেন।
৫. তাওবা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ফিরে আসা (খ) ফিরে যাওয়া
(গ) ক্ষমা চাওয়া (ঘ) দেখা করা

৬. আদম (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে যা শিখেছিলেন-

i. হে আমাদের প্রভূ ! আমরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছি
ii. আপনি ক্ষমা না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো
iii. আপিনি আমাদের প্রতি করুনা করুন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) ii ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন
উদ্দীপক,
যে কোন সৃষ্টির পেছনে একটি লক্ষ ও উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টির সার্থকতা পাওয়া যায় না। মানুষ সৃষ্টির পেছনেও একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন কারা স্বীয় প্রবৃত্তির ইচ্ছায় চলে, আর কারা স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে। ভালো-মন্দ বিচার করেই প্রতিদান দেওয়া হবে।

ক. মালায়িকা বা ফেরেশতা কী ? ১
খ. 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না' - ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. মানুষ ও ফেরেশতার জ্ঞানের পার্থক্য বর্ণনা করুন। ৩
ঘ. মানুষকে আল্লাহ কীভাবে সম্মানিত করেছেন ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ- ২০: আয়াত নং-৩৮ ও ৩৯ এর অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এই পাঠ শেষে ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষ বলতে পারবেন।

(৩৮) قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুবাদ
৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। সুতরাং পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন পথ নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
শব্দার্থ
قلنا-আমরা বললাম। اهبطوا-তোমরা নেমে যাও। منها-এখান থেকে। جميعا-সবাই। فاما-সুতরাং যদি। ياتينكم-তোমাদের কাছে অবশ্যই আসে। منى-আমার পক্ষ থেকে। هدى-হিদায়াত, পথনির্দেশ। فمن-তৎপর যে ব্যক্তি, যারা। تبع-অনুসরণ করবে, মেনে চলবে। هداى-আমার নির্দেশ, আমার হিদায়াত। فلا-সুতরাং না। خوف-ভয়। فلاخوف عليهم-তাদের কোন ভয় নেই। و-এবং। لا-না। هم-তারা, তাদের। ولاهم يحزنون-এবং তারা চিন্তিত হবে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা)-কে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বেহেশ্‌তে রাখা হয়েছিল। হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (রা) আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে আল্লাহর বিরাগভাজন হন। ফলে তাঁদের দেহ থেকে বেহেশ্‌তী পোশাক খসে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আদম (আ) ও হাওয়া (রা) নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, পৃথিবীতে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে জীবন বিধান (হিদায়াত) পৌঁছবে

- যারা আমার সেই জীবন বিধান অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিজেদেরকে সেদিকে পরিচালিত করবে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই কিংবা তারা দুঃখিতও হবে না। অর্থাৎ তারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করে পুনরায় তাদের মূল আবাসস্থল বেহেশ্‌তে ফিরে আসতে পারবে।
- যারা আমার প্রেরিত জীবনব্যবস্থা ও পথনির্দেশনা মোতাবেক তাদের জীবন পরিচালনা করবে না, তারা মুক্তি পাবে না।
- জাহান্নামই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

অনুবাদ

৩৯. এবং যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই দোযখবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

শব্দার্থ

و -এবং। الذين-যারা। كفروا-কুফরি করেছে। والذين كفروا-এবং যারা কুফরি করেছে। كذبوا-মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। باتينا-আমাদের নিদর্শনাবলি। اولئك-তারাই। اصحاب-বন্ধু, সাথী (শব্দটি صاحب এর বহুবচন)। النار-দোযখ, নরক। اولئك اصحاب النار-তারাই দোযখের সাথী, বন্ধু, দোযখের অধিবাসী। هم-তারাই। فيها-এতে, সেখানে, তার মধ্যে। خلدون-সর্বদা থাকবে, অবস্থান করবে, চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ.)-এবং ইবলিসকে ঊর্ধ্ব জগৎ হতে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ার সময়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, নিশ্চয় পৃথিবীতে আমার তরফ থেকে হিদায়াতের বাণী সম্বলিত কিতাব ও নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটবে। তোমরা যদি সে হিদায়াতের বাণী অনুসরণ কর এবং নবী-রাসূলগণকে মেনে চল, তাহলে তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমাদের কোন চিন্তা থাকবে না। তোমরা অনন্ত সুখের জান্নাতের অধিবাসী হবে। সেখানে তোমরা চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। আর যদি তোমরা আমার সেসব হিদায়াতের বাণী ও নিদর্শনাবলিকে এবং নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার কর, সে সবকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবে না। তোমরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। আর সেখানেই তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে।

সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে–

১. পৃথিবীতে মানুষ এসেছে একটি সীমিত সময়ের জন্য।

২. মানুষের পৃথিবীর জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে মানুষের কাছে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত।

৩. আল্লাহর সেই হিদায়াত ও নবী-রাসূলগণকে মেনে চলার মধ্যেই মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

৪. আর যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে সে হবে কাফির ।

৫. কাফিরদের দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ, বিপর্যস্ত এবং অশান্তিতে ভরপুর। আর আখিরাতে এদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

৬. অতএব আমরা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলব এবং কখনো নাস্তিকদের মত হব না। তাহলেই আমরা মুক্তি পাব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আদম ও হাওয়া (আ) কীভাবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন- সেই ঘটনা 'কাসাসুল কুরআন' নামক পুস্তক থেকে পড়ে সারসংক্ষেপ লিখে দেখান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'জান্নাত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈঠকখানা (খ) বেহেশত

(গ)মুসাফিরখানা (ঘ) হুরাখানা

২। 'গন্ধম অর্থ কী ?

(ক) নিষিদ্ধ গাছের ফল (খ) বড় গাছের ফল

(গ) ছোট গাছের ফল (ঘ) লতানো গাছের ফল

৩।'ইহবিতু' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা ফিরে আস (খ) তোমরা বসে থাক

(গ) তোমরা নেমে যাও (ঘ) তোমরা শুয়ে থাক

৪। 'মাতাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বোঝা (খ) অর্থ সম্পদ

(গ) উপকরণ (ঘ) জীবিকার সম্পদ

৫। 'আদুউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মিত্র (খ) শত্রু

(গ) সাথী (ঘ) পথচারী

৬। 'আদম' (আ.)-কে কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

(ক) বাংলাদেশ (খ) সিংহল

(গ) ভারত (ঘ) পাকিস্তান

৭। 'হাওয়া' (আ.)-কে কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

(ক) জেদ্দায় (খ) সিংহল

(গ) ভারত (ঘ) পাকিস্তান

৮. 'তওবা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) চলে যাওয়া (খ) দোয়া করা

(গ) ফিরে আসা (ঘ) কান্নাকাটি করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রায়হান একজন কর্মচারী। সে প্রায়ই দেরিতে অফিসে উপস্থিত হন। তার দেখাদেখি অন্যান্য কর্মচারীরাও দেরি করে অফিসে উপস্থিত হতে থাকেন। অফিসের প্রধান কর্মকর্তা বিষয়টি জানতে পেরে সবাইকে তলব করেন। অফিসের প্রধান কর্মকর্তা অফিসে দেরি করে উপস্থিত হবার কারণ জানতে চান। অন্যান্য কর্মচারীরা বলেন, আমাদের সহকর্মী রায়হান প্রতিদিন অফিসে দেরি করে উপস্থিত হলেও তার কিছুই হয় না। তাই আমরাও অফিসে দেরি করে উপস্থিত হতে শুরু করেছি। অফিস প্রধান এতে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং রায়হানকে বহিষ্কার করেন। রায়হান নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। অফিস প্রধান লিখিতভাবে আবেদন করতে বলেন। অবশেষে আবেদনের ভাষা কী হবে তাও অফিস প্রধান বলে দিলেন।

ক. সাজারাতা কী ? ১

খ. 'এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কোন অপরাধের কারণে আদম (আ) ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন ? ৩

ঘ. রায়হানের আবেদনের ভাষা কেমন ছিল - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ক ৮। গ